জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglad igital /jago_bangla www.jagobangla.in

সান্দাকফুতে কড়াকড়ি

সান্দাকফু ও ফালুট যেতে স্বাস্থ্যপরীক্ষা বাধ্যতামূলক করল জিটিএ। পর্যটকেদের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। ল্যান্ডরোভারে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই বিধি কার্যকর হচ্ছে। শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত হলে যাওয়ার অনুমতি নয়

শক্তিক্ষয় অর্ণবের

স্থলভাগে ঢুকতেই শক্তি কমেছে ঘূর্ণিঝড়ের। দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। আগামী পাঁচদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টি ও বজ্র-বৃষ্টির সম্ভাবনা

স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলিট নীরজ যাদবের রহস্যমৃত্যু

তপ্ত অরুণাচলের ৩ জেলায় ৩০ কোম্পানি আধাসেনা

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৪৪ • ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ • ১১ কার্তিক ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 144 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 29 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নীতিহীন-কুরুচিকর আক্রমণ একজন মহিলাকে

নেত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা, পাল্টা শুভেন্দুকে তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বিধানসভায় দাঁড়িয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ধুয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস।

বুধবার, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র ছেড়ে ভবানীপুরকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শুভেন্দু নেত্রীর উদ্দেশে বলেন, ওঁর বয়স হয়েছে, এই বয়সে আর ভোটে না-দাঁড়ানোই ভাল। বিশ্রাম নেওয়ার সময় এসেছে।

এই অশালীন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বিধানসভাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শুভেন্দু যে মন্তব্যগুলি করেছেন, তা একজন মহিলার প্রতি অত্যন্ত কুরুচিকর ও অসম্মানজনক। যিনি পুরোদস্তুর ফিট, সাংগঠনিক কাজ এবং জাতীয় রাজনীতিতে প্রবলভাবে সক্রিয় রয়েছেন, তাঁকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্যের মানে কী? বিশ্রাম নিতে বলছেন যিনি, তিনি এমপি, এমএলএ, মন্ত্রী, দলীয় পদ পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। এই সৌজন্যই হারিয়ে ফেলেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

তৃণমূলের তরফে এরপর আরও একধাপ কড়া আক্রমণ। বয়স নিয়ে আক্রমণ প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র সেই পুরনো গানের কলির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, আসলে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত ফিট। যে কোনও কাজে আগের মতোই দক্ষ। তাঁকে ওরা ভয় পেয়েছে বলেই এইভাবে বিকৃতরুচির কুৎসা-আক্রমণের টার্গেট করা হচ্ছে

শুভেন্দুর কাঁহি পে নিগাহে, কাঁহি পে নিশানা! মঙ্গলবারই উনি অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন, তার পরই আজ বয়স নিয়ে কথা বলছেন! এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধে বন্দুক রেখে নরেন্দ্র মোদিকে বলা হচ্ছে— আপনি আর ভোটে দাঁড়াবেন না, আগামীতে অমিত শাহকে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, নরেন্দ্র মোদি তো নেত্রীর থেকে অনেক প্রবীণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমনিই বয়স বাড়ানো আছে। নরেন্দ্র মোদির তো তাঁর থেকে অনেক বেশি বয়স। শুভেন্দু যে বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন, তারচেয়ে অন্তত ৬-৭ বছর বয়স কম বাংলার নেত্রীর। নেত্রীকে উপলক্ষ্য করে আসলে নরেন্দ্র মোদিকে অবসরের পথে ঠেলে দেওয়ার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। অমিত শাহ শিবিরের লাইন মেনেই এই কারণেই বয়সের বিতর্ক টেনে এনেছেন শুভেন্দু।

তৃণমূল মুখপাত্র শুভেন্দুকে মনে করিয়ে দেন, নেত্রী সম্পূর্ণ ফিট। তিনি একের পর এক বৈঠক করছেন, মিছিল করছেন। সম্প্রতি দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠককে কেন্দ্র করে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার সাক্ষী গোটা দেশ। তাঁকে জোর করে হারানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট লুঠ করে, প্রকৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে হারানো হয়েছে। নেত্রী কারও কাছে দিদির মতো, কারও কাছে মায়ের মতো। তাঁর দৌলতেই শুভেন্দু প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ-ধরনের কুৎসামূলক মন্তব্য অত্যন্ত নিম্ন মানসিকতার পরিচয়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মুখোমুখি

দুর্যোগকে ভয় পেয়ো না
দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়াও
হৃদয়ঘর মনে রেখো এক সমুদ্র
সমুদ্রের ঢেউকে করে না ভয়।।

দুর্নীতি ফাঁস করতেই বিজেপি নেতার উপর চড়াও বিধায়ক-ঘনিষ্ঠরা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ বাউড়ির দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসা, তোলাবাজি নিয়ে সরব হয়েছিলেন দলের প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিধায়কের নির্দেশে তারই চেলা-চামুন্ডরা হামলা চালাল বিজেপি নেতার বাড়ি, আত্মীয়দের উপর এবং ব্যবসার জায়গাতেও। প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রকাশ্যেই (এরপর ১১ পাতায়)

ধ্রুবজ্যোতি

গাইঘাটা-সামশেরগঞ্জ : মা ও স্ত্রীর অভিযোগ, হাত তো বাঁধা ছিল!

প্রতিবেদন : হাত বাঁধা ছিল প্রহ্লাদের। তবে কীভাবে পুলিশের বন্দুক কেড়ে গুলি চালাল ছেলে? বড়সড় প্রশ্ন তুললেন পুলিশি হেফাজতে নিহত অভিযুক্তের মা। সকালে জমা, বিকেলে খরচ। নিছক রাজনৈতিক স্লোগান চরিতার্থ করতে গিয়ে আইনকে কাঠগড়ায় তোলার এই প্রবণতা নিয়ে বিতর্ক চরমে। গাইঘাটা-কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। একইভাবে সামশেরগঞ্জে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু নিয়েও ক্ষোভে ফুঁসছে নিহত সামাউলের পরিবার ও পড়শিরা। তাঁর স্ত্রী রাজেদা বিবির প্রশ্ন, ঘটনাস্থলে এত বড় বড় অফিসার থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সামাউল বন্দুক ছিনিয়ে নিল? আর ছিনিয়ে নেওয়ার পর কেন অফিসাররা ওকে বাগে আনতে পারল না? মিথ্যে গল্প সাজিয়ে সামাউলকে গুলি করা হয়েছে। তাঁর আরও

গাইঘাটায় পুলিশি হেফাজতে ঘটনা পুনর্নির্মাণে গিয়ে গুলিতে খুন আসামির মায়ের বিস্ফোরণ

দাবি, জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সামাউলের। এরই মধ্যে কী করে গুলি করে হত্যা করা হল? কিশোরীকে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসের (এরপর ১১ পাতায়)

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ

তা হলে বাংলার ২৭ লক্ষের নাম বাদ কেন?

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্ট বুধবার এসআইআর নিয়ে একাধিক মামলার পর্যবেক্ষণে মৌখিকভাবে জানিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে নির্বাচনী তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

ভোটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

শীর্ষ আদালত বলে, আমরা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আইনগত দিকটি বিচার করিনি। আমরা বাংলার ক্ষেত্রে কেবল এটি একটি অন্তর্বর্তিকালীন ব্যবস্থা হিসেবে অনুমতি দিয়েছিলাম। মনে রাখবেন, বিহারের এসআইআর মামলাতেও এটি বিচার্য ছিল না।

আদালত এর আগে বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার বৈধতাকে বহাল রাখলেও, আজ আদালত জানিয়েছে যে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির বিষয়টি সেই মামলায় নিষ্পত্তি করা হয়নি। দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজ জানিয়েছে যে, আদালত পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়েছিল, তবে তা কেবল একটি অন্তর্বর্তিকালীন ব্যবস্থা ছিল, কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল না।

শীর্ষ আদালতের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা

29 October, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৭ পল জোসেফ গোয়েবলস

(১৮৯৭-১৯৪৫) এদিন জার্মানিতে জন্ম নেন। ১৯৩৩-১৯৪৫-এ তিনিই নাৎসি পার্টির প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন। হিটলার-ঘনিষ্ঠ এই নেতা ইহুদিনিধন, বিদ্বেষ-প্রচার এবং মিথ্যা-প্রচারের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন। পরবর্তীকালে নাৎসি শীর্ষনেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের শেষ প্রতিনিধি ব্রুনহিল্ড, যিনি গোয়েবলস-এর সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি স্মৃতিচারণায় জানান, গোয়েবলস মিথ্যার স্থপতি হলেও একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক ছিলেন। দারুণ সব স্যুট পরতেন। ছিমছাম, চটপটে এই মানুষটি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। এই শারীরিক খামতি ঢাকতেই তিনি খানিকটা উদ্ধতও ছিলেন। ইতিহাস বলছে, মিথ্যে কথা বলাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গোয়েবলস।

১৯১১ অনাথবন্ধু পাঁজা

(১৯১১-১৯৩৩) এদিন মেদিনীপুরের সবং থানার অন্তর্গত জলবিন্দু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে বাবাকে হারান। টাউন স্কুলে ভর্তি হলেও দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। এরপর বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। সেখানে রিভলবার চালনা শেখেন। সেজন্য কলকাতায় যান। শিক্ষা-শেষে কলকাতা থেকে পাঁচটি রিভলবার নিয়ে মেদিনীপুরে ফেরেন। এ-সময় মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। বার্জকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ পাঁচ বিপ্লবী— অনাথবন্ধু, মৃগেন্দ্রকুমার, নির্মলজীবন, ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণ মেদিনীপুর খেলার মাঠে হাজির হন। বার্জ গাড়ি থেকে নামামাত্র তাঁকে লক্ষ্য করে অনাথবন্ধু ও মৃগেন্দ্র গুলি চালান। সশস্ত্র রক্ষীদল পাল্টা আক্রমণ চালালে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান।

১৯২৯ এদিন ব্ল্যাক টুইসডে নামে খ্যাত।

এদিন আমেরিকার শেয়ার বাজার ওয়াল স্ট্রিটে ব্যাপক ধস নামে। পাঁচ দিন আগে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শেয়ার বিক্রি হয়েছিল। এদিন আরও ১ কোটি ৬০ লক্ষ শেয়ার বিক্রি হয়। মহামন্দার সিঁদুরে মেঘ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল গোটা বিশ্ব অর্থনীতি। ইতিহাসের পাতায় তাই এই দিনটা 'কালা মঙ্গলবার' নামে পরিচিত।

১৯৯৮ হারিকেন ঝড় মিচ

এদিন আছড়ে পড়ে। আমেরিকার হন্ডুরাসে। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উত্থিত ঝড়ের মধ্যে এত মারাত্মক ঝড় আগে কখনও দেখা যায়নি। ঝড়ের অভিঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় এগারো হাজার মানুষ।

১৯২৩ তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এদিন।

মূলত কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে এই দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। মুস্তাফা কামাল পাশাই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। এই কামাল পাশাকে নিয়েই কবিতা রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। লেখেন, "কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!"

১৯১০ কালীপ্রসন্ন ঘোষ

(১৮৪৩-১৯১০) এদিন প্রয়াত হন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। বাংলা, ইংরেজি, ফারসি ও সংস্কৃতের পাশাপাশি ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, থিয়োলজি প্রভৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। ঢাকা আদালতে দীর্ঘদিন কাজ করার পর ভাওয়ালের রাজার প্রধান কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজি ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে হত। বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কর্মসূচি

কলকাতার ৬১ নং ওয়ার্ডের বিজয়া সম্মিলনী। বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আজহার ইকবাল-সহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৬৪

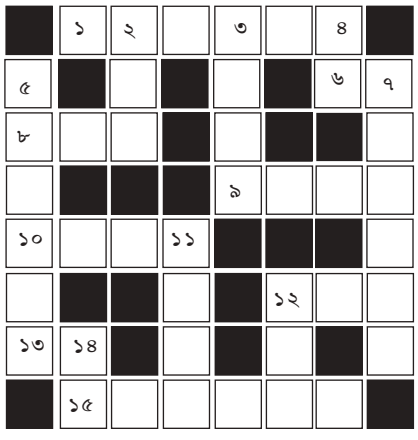

পাশাপাশি : ১. অলৌকিক ৬. বড় পেরেকবিশেষ ৮. নিনাদ, গর্জন ৯. জোড়হস্তে করুন ১০. সাজসজ্জা ১২. অনর্থক, বাড়তি ১৩. সোনা ১৫. ব্রহ্মের সাথে আত্মার অভিন্নতা রূপ রহস্য।

উপর-নিচ : ২. লাল, রক্তবর্ণ ৩. এক রাজকুমার ৪. পটা, মনের মিল হওয়া ৫. উগ্র প্রকৃতি ৭. যে অল্প শ্রমে বা কষ্টে ভেঙে পড়ে ১১. বিস্তার, প্রসার ১২. ফেনি বাতাসা ১৪ থামো, অপেক্ষা করো।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৬৩ : পাশাপাশি : ২. জলমক্ষিকা ৫. ইরাবান ৬. গরুৎ ৭. সন্তোরণ ৯. নটঘটে ১২. ম্যাজিক ১৩. শাক্যমুনি ১৪. বয়সকাল।

উপর-নিচ : ১. হাইবাস ২. জনগণ ৩. মদোৎকট ৪. কাপড় ৮. রথম্যানস ৯. নকশাল ১০. টেকনিক ১১. ফেরেব।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21

City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

২৮ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩২৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৯৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৯৬১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫৬	৯৬.৩৯
ইউরো	১০৬.৩৪	১০৭.৪৬
পাউন্ড	১২৬.৯৪	১২৮.২৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ত্বরিতা চট্টোপাধ্যায়

■ সারা আলি খান

জাগোবাংলা
আমার শহর
29 October, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
২৯ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

তরুণীকে আত্মহত্যার প্ররোচনা। গ্রেফতার প্রেমিক। নরেন্দ্রপুরের ঘটনা। সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই এই ঘটনা বলে অভিযোগ

বদল কৃষকবন্ধুতে, নিয়মের গেরোয় ভাতে মারা পড়ছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক!

প্রতিবেদন : রাজ্যের বর্তমান সরকারের অভিধানে কি 'উন্নয়ন' শব্দটির অর্থ স্রেফ জনমুখী প্রকল্পগুলির নাম বদল এবং সাধারণ মানুষকে ভাতে মারা? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালের অন্যতম সফল প্রকল্প 'কৃষকবন্ধু'র নাম বদলে 'মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' করার যে সিদ্ধান্ত নবান্ন নিয়েছে, তা আদতে গরিব কৃষকদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার এক সুকৌশলী ব্লু-প্রিন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। 'স্বচ্ছতা' এবং 'ভুয়ো উপভোক্তা' ছাঁটাইয়ের গালভরা অজুহাত খাড়া করে বর্তমান শাসক শিবির প্রমাণ করে দিল, তাদের কৃষক-বিরোধী মানসিকতা কতটা নগ্ন ও নির্লজ্জ।

আগামী ৫ নভেম্বর হুগলির পুড়শুড়া থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘটা করে এই 'নতুন' প্রকল্পের সূচনা করবেন, আর দাবি করা হচ্ছে দীপাবলির আগেই ৪৮ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ২ হাজার টাকা। কিন্তু এই উৎসবের আবহের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর বঞ্চনার চিত্র। প্রশাসনের নয়া ফতোয়া অনুযায়ী, কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃষি প্রকল্পের সুবিধা আর একসঙ্গে মিলবে না। অর্থাৎ, যে গরিব চাষি হাড়ভাঙা খাটুনির পর কেন্দ্রের 'পিএম কিষাণ' থেকে বছরে ৬ হাজার টাকা পান, তাঁকে রাজ্যের অনুদান

নাম বদলের সরকারের নতুন খেলা

থেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হবে। একদিকে বলা হচ্ছে কৃষকেরা জোড়া সুবিধা পাবেন, অন্যদিকে নিয়মের প্যাঁচে ফেলে তাঁদের অনুদান বন্ধ করার এই স্ববিরোধিতা আসলে সরকারের কোষাগার বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চরম আমলাতান্ত্রিক হয়রানি। তথ্য যাচাইয়ের নামে প্রায় ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার কৃষককে মেসেজ পাঠানো হয়েছে এবং সাড়ে ১৬ লক্ষ কৃষককে সরাসরি কৃষি দফতরে হাজিরা দেওয়ার ফতোয়া জারি হয়েছে। গ্রামের সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষ মাঠের কাজ ফেলে এখন অনুদানের সামান্য ক'টা টাকার আশায় বাবুদের অফিসের দরজায় দরজায় চক্কর কাটবেন। নথির সামান্য এদিক-ওদিক হলেই জুটবে 'ভুয়ো' তকমা, আর অনুদানের তালিকা থেকে নির্মমভাবে কাটা যাবে নাম।

সরকারের এই বঞ্চনার খাঁড়া কেবল কৃষক বন্ধুতেই থেমে নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও তরুণের স্বপ্নের মতো প্রকল্পগুলিকেও সুকৌশলে একে একে খাদের কিনারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের আলু চাষিদের সঙ্গেও এক নজিরবিহীন ভাঁওতাবাজি করেছে প্রশাসন। বাজেটে ঘটা করে প্রতিশ্রুত আলু বীজে কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা ভর্তুকি চলতি আর্থিক বছরে নগদ হিসেবে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। মরশুমের মাঝপথে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ আলু চাষিদের চরম আর্থিক সংকটে ফেলে দিয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের অধীনে যেখানে একর-প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা এবং আকস্মিক মৃত্যুতে ২ লক্ষ টাকার বিমা সহায়তা নিশ্চিত ছিল, আজ স্রেফ নাম বদলের মোড়কে সেই কৃষকদেরই বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগানে পোকার উপদ্রবেও সরকারের হেলদোল নেই, আছে কেবল 'বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ' নেওয়ার ফাঁকা বুলি। গরিব কৃষকদের অন্নসংস্থানের অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই নির্মম চক্রান্তকে 'স্বচ্ছতা'র মোড়কে সাজিয়ে বাংলার কৃষক সমাজকে আর কতদিন বোকা বানানো যাবে, সেটাই এখন রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

কেন কমছে পড়ুয়া? উত্তর খুঁজছে সংসদ

প্রতিবেদন : মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি না হওয়া বা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা ইদানীংকালে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। কেন এই বিশাল ফারাক তৈরি হচ্ছে এবং মাধ্যমিকের পর ঠিক কত শতাংশ পড়ুয়া উচ্চ মাধ্যমিকের আঙিনায় পা রাখছে না, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে

উচ্চ মাধ্যমিক

চাইছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন সংসদ সভাপতি। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অসিতকুমার মণ্ডল জানান, উচ্চ মাধ্যমিকে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর অভিজ্ঞতা এবং এই পদ্ধতিতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা জানতে স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে মতামত ও পরামর্শ নেওয়া হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর পর তার সুবিধা ও অসুবিধা, দু'টি দিকই পর্যালোচনা করতে চায় সংসদ। নতুন পদ্ধতিতে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা জানতে স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে। মাধ্যমিকের পর ঠিক কতজন পড়ুয়া স্কুল ছাড়ছে এবং তারা অন্য কোনও কোর্সে যাচ্ছে নাকি পড়াশোনাই বন্ধ করে দিচ্ছে— তার একটি নিখুঁত পরিসংখ্যান তৈরি করতে চান তিনি। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে দ্রুত একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক ডাকার পরিকল্পনা রয়েছে সংসদের।

রথ-মামলায় ধৃত সোনকারের সঙ্গে চোরবাগানের কর্তা কে ওই বুবাই?

প্রতিবেদন : নিজের আপ্তসাহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের তদন্ত নিয়ে ফের বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শুভেন্দুর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আনলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, চন্দ্রনাথ রথ কাদের লোক ছিলেন? তাঁকে যারা খুন করেছে তারা কারা? তাঁর হত্যাকাণ্ডে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই সাগর সোনকারের সঙ্গে চোরবাগান পুজো কমিটির কোনও কর্তার কোনও যোগাযোগ ছিল কিনা সেটাও সিআইডি তদন্ত করে দেখুক।

কুণাল গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, হোর্ডিংয়ে সোনকারের নামের পাশে বুবাইয়ের নামটি থাকত, সেই বুবাই কে? সে কি স্থানীয় কোনও নেতা? পুলিশকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলছি। তৃণমূল বিধায়ক শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে বলেন, আপানার হাতে তো সিবিআই, সিআইডি সবই আছে, তাহলে তদন্ত নিয়ে এত রহস্যের হেঁয়ালি করছেন কেন? যদি কেউ টাকা দিয়ে থাকে পরিষ্কার করে বলুন, তার তথ্য প্রমাণ দেবে পুলিশ। পাশাপাশি দেখুন কে সোনকার, কার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল? চন্দ্রনাথ রথকে কারা হত্যা করল সেই প্রশ্নটা তো তৃণমূল করছে। আপনার দায়িত্ব নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করে প্রকৃত সত্যকে সামনে আনা। এতদিন কেটে গেল কোনও রহস্যের সমাধান হচ্ছে না। চক্রটায় কারা আছে? শুধু মাত্র টাকা দিয়েছে বলে কাল্পনিক কিছু বলে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে প্রকৃত দোষীদের সামনে আনুন।

ভিত্তিহীন দাবি, ঘাটালের কাজ শুরু করেন নেত্রীই

প্রতিবেদন: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রকৃত কাজ শুরু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। বছরের পর বছর ধরে ঘাটালের বানভাসি মানুষকে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে তৃণমূলস্তরে লড়াই চালিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের কাছে সেই সময় বারবার দরবার করেও কোনও সুরাহা হয়নি। তারা বঞ্চনা করেছে বাংলাকে। কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার নিজস্ব বাজেট থেকে ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে । এখন সেই সাজানো বাগানে নিজেদের কৃতিত্ব নিতে এসেছে বিজেপি। কুণাল ঘোষ তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র সরকারকে বলা হয়েছে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করুন। এই বিজেপি সরকার দীর্ঘকাল বঞ্চনা করেছে বাংলাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুরনো বাজেট খতিয়ে দেখলে পুরো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখন বলছে তারা কাজ করেছে। তা হলে এতদিন কাজ করেননি কেন? তখন বিজেপি নেতারা কোথায় ছিলেন? দীর্ঘদিন বাম আমলে এই প্রকল্প ফাইলবন্দি হয়ে ছিল। এরপর তৃণমূল সরকারের নিজস্ব বরাদ্দে এর বাস্তবায়নের সূচনা হয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বড় প্রকল্পের অংশীদারিত্ব দাবি করে নিজেদের জমি শক্ত করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু চাইলেই যে সেই কৃতিত্ব তারা নিতে পারবে না সেই বিষয়টি স্পষ্ট।

সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ।

মেরুদণ্ড না বিকিয়ে দিলেই প্রতিহিংসার গ্রেফতারি

প্রতিবেদন: যাঁরা মেরুদণ্ড না বিকিয়ে লড়াই করছেন তাঁরাই জেলে। যারা চোর-ছ্যাঁচড়, বিজেপির পতাকা ধরছে তারা সব বাইরে! রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেফতারিতে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাবল ইঞ্জিনের স্বৈরাচারী শাসনকে আক্রমণ করে সাংসদ বলেন, এটাই মোদিজির নতুন ভারত।

যথার্থই তাই। চোরেরা সব জুটেছে বিজেপির বি-টিম বালিশ শিবিরে। বেছে বেছে গ্রেফতার করা হচ্ছে মেরুদণ্ড বিকিয়ে না দেওয়া আসল তৃণমূল নেতা-কর্মীদের।

উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সাংসদ অভিষেক। সেখান থেকেই তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। বুধবার প্রাক্তন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ইডির তলবে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুরুচিকর

কুরুচিকর আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর। বাংলার নেত্রী, দেশের নেত্রী এবং রাজ্যের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে যে-মন্তব্য শুভেন্দু করেছেন তা এককথায় নীতিহীন, অসৌজন্যের রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শুভেন্দু আসলে কুযুক্তির ফ্লাড গেট খুলে দিয়েছেন। দেশ জুড়ে এখন বিজেপি-বিরোধী হাওয়া। তার অন্যতম নেতৃত্বে তৃণমূলনেত্রী। নেত্রীকে ভয় বিজেপির। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। নেতা-নেত্রীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। অনেকটা সাতের দশকের ইমার্জেন্সির চিত্র। কিন্তু তার মাঝেও তৃণমূল যে লড়াই করছে তাকে নতমস্তকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি স্যালুট করছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি বুঝতে পারছে শেষের সেই দিন খুব দ্রুত আসছে। তাই নেত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে নিম্নরুচির আক্রমণ চলছে। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে থাকার পরে আজও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত ফিট। যে কোনও কাজে আগের মতোই দক্ষ। তাঁকে বিজেপি ভয় পেয়েছে বলেই এইভাবে বিকৃতরুচির কুৎসা-আক্রমণের টার্গেট করা হচ্ছে। আর বয়সের কথা যদি বলতেই হয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর বয়স নেত্রীর চাইতে অন্তত ৬-৭ বছর বেশি। তিনি যদি রাজনীতি করতে পারেন তা হলে নেত্রীর বয়স নিয়ে অনাবশ্যক আক্রমণ কেন? মানুষ বুঝতে পারছেন। বিজেপির মধ্যে তীব্র লড়াই আছে। অমিত শাহ গোষ্ঠী চাইছে মোদি যান, অমিত শাহ আসুন। শাহ'র অনুগামী হিসেবে শুভেন্দু কী সেই লক্ষ্যেই এসব কুযুক্তির কথা বলছেন? কিন্তু এভাবে নেত্রী কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকানো সম্ভব নয়। আগামী কয়েক মাসে হাতনাতে প্রমাণ পাবে বিজেপি।

e-mail থেকে চিঠি

ইল্যাজিকাল ডিস্ক্রিপেন্সি

বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করার অর্থ 'লজিক্যাল ডিসক্রেপান্সি' পদ্ধতিতে সম্মতি নয়। এসআইআর সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে এই মর্মে মৌখিক পর্যবেক্ষণ জানালো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেছেন, ''বিহারের এসআইআর-কে বাধ্যতামূলক নজির হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। সেখানে (বিহারে) জাতীয় নির্বাচন কমিশন 'লজিক্যাল ডিসক্রেপান্সি' বা যুক্তিসঙ্গত অসঙ্গতিকে বিবেচ্য করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।'' বিচারপতি বাগচী আরও বলেছেন, ''যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতির আইনি বৈধতা এখনও বিবেচনার অধীন। আমরা এর বেশি কিছু বলছি না।'' কলকাতায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মিথ্যে দাবি করেছিলেন যে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপান্সি' কেবল পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, সব রাজ্যের জন্যই হয়েছে। ২০০৩ সালের ভোটার তালিকা (নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় তৈরি) নাম থাকলে কেন লজিক্যাল ডিসক্রেপান্সি-র আওতায় আনা হবে? এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথমে বিহারে। সেখানে 'ম্যাপিং' পদ্ধতিতে দেখা হয় শেষ নিবিড় সংশোধন বা 'আইআর' প্রক্রিয়ায় তৈরি ভোটার তালিকায় নাম ছিল কিনা। নিজের নাম না থাকলেও সম্পর্কযুক্ত কারও নাম ছিল কিনা দেখা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 'ম্যাপিং' পদ্ধতির পর যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি প্রক্রিয়া চালু হয়। আইআর-র মাধ্যমে তৈরি তালিকায় নাম থাকলেও যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতির নামে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৭ লক্ষ নাম কেবল পশ্চিমবঙ্গেই বাদ পড়ে যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতির নামে। নামের বানানে সামান্য ভুল থেকে বাবা বা মায়ের সন্তান ৬ জন থাকলেও নাম বাদ পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এই ধরনের বিষয়গুলি হাজিরও করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে স্থগিত করেনি শীর্ষ আদালত। আর কমিশনও লক্ষ লক্ষ নামের আবেদন বিবেচনাধীন রেখেই নির্বাচন ঘোষণা করে দেয়। আর এখন বলা হচ্ছে 'যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি'-র বৈধতা বিবেচনাধীন বিষয়। মান্যতা পাচ্ছে তৃণমূল নেত্রীর দাবি।

— **শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সভ্যতার সংজ্ঞা কে ঠিক করবে?

আমরা সাধারণত সভ্যতার উন্নতি মেপে দেখি প্রযুক্তি, নগরায়ণ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিরিখে। কিন্তু যাঁদের জীবনযাপন এই পরিচিত ছবির সঙ্গে মেলে না, তাঁদের কি পিছিয়ে পড়া বলে চিহ্নিত করা যায়? প্রশ্নটা তুলে দিলেন **শতাব্দী মালিতা**

শিরোনামে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা খতিয়ে দেখতেই পারি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেন্টিনেলিজ জনগোষ্ঠীকে। বাইরের মানুষের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অত্যন্ত সীমিত, ফলে তাঁদের সমাজ সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য তথ্য অল্প। অনিয়ন্ত্রিত যোগাযোগে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি থাকায় তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর সেন্টিনেল দ্বীপ ও তার আশপাশের নির্দিষ্ট সমুদ্রাঞ্চল ভারতীয় আইনে সুরক্ষিত। তাঁদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই আগ্রহের জন্য তাঁদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করা বা জোর করে যোগাযোগ স্থাপনের অধিকার আমাদের নেই। এখানে মূল প্রশ্ন তাঁদের আধুনিকতার বাইরে থাকা নয়, বরং তাঁদের ইচ্ছা, নিরাপত্তা ও স্বতন্ত্র জীবনপদ্ধতির প্রতি আমরা কতটা সম্মান দেখাতে পারি। অন্যের জীবন সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কখনওই সেই জীবনকে বদলে দেওয়ার অধিকার হতে পারে না।

অন্যের জীবনযাত্রাকে নিজের মাপকাঠিতে বিচার করার এই প্রবণতা অবশ্য নতুন নয়। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের দিকে তাকালে তার একটি দীর্ঘ পটভূমি দেখা যায়। ব্রিটিশ শাসনামলে বন, জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর ফলে বহু অঞ্চলে আদিবাসীদের প্রচলিত অধিকার ও জীবিকার সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়েছিল। তবে এই অভিজ্ঞতা সর্বত্র এক রকম ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক নীতি, স্থানীয় সমাজের পরিস্থিতি এবং তার ফলাফলও আলাদা ছিল। একই সঙ্গে সেই সময়ের সমস্ত প্রশাসনিক

উদ্যোগকে একভাবে বিচার করাও ঠিক নয়। কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন এমন কিছু প্রথা বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিল, যেগুলি মানবিক ও নৈতিক প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। সেই উদ্যোগের গুরুত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু তা থেকে ঔপনিবেশিক শাসনকে সম্পূর্ণ মানবিক বা নিঃস্বার্থ বলে ধরে নেওয়া যায় না। আবার কোনও প্রথা ঔপনিবেশিক প্রশাসন বন্ধ করতে চেয়েছিল বলেই সেই উদ্যোগকে অযৌক্তিক বলা যায় না। ইতিহাসকে বুঝতে হলে প্রথাটির প্রকৃতি, তার সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং প্রশাসনের ভূমিকা, সবকিছুকেই বিচার করতে হবে।

ওড়িশার কন্ধ জনগোষ্ঠীকে ঘিরে মেরিয়া প্রথার ইতিহাস এই জটিলতার একটি উদাহরণ। উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রশাসন মানববলির সঙ্গে যুক্ত এই প্রথা বন্ধ করার অভিযান চালায়। মানববলির মতো প্রথা মানবাধিকারের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং তা বন্ধ করার উদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য অস্বীকার করার কারণ নেই। কিন্তু এই ঘটনাকে শুধু ব্রিটিশ শাসনের মানবিক সাফল্য হিসেবে দেখলে স্থানীয় সমাজের জটিলতা এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রশ্ন আড়ালে থেকে যায়। একইভাবে, প্রথাটি বন্ধ করার উদ্যোগ ঔপনিবেশিক প্রশাসন নিয়েছিল বলেই তাকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। একটি প্রথার সমালোচনা করা আর সেই প্রথার সঙ্গে যুক্ত গোটা জনগোষ্ঠীকে অসভ্য বলে চিহ্নিত করা এক বিষয় নয়। কোনও সমাজের একটি রীতির বিচার করতে গিয়ে সেই সমাজের মানুষের মর্যাদা ও অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। এই পার্থক্যটি বোঝা জরুরি, কারণ সভ্যতার দাবি কখনও অন্যকে ছোট করার অজুহাত হতে পারে না।

আদিবাসী সমাজকে শুধু ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ, বঞ্চনা কিংবা সমস্যার মধ্য দিয়ে দেখলেও ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অরুণাচল প্রদেশের আপাতানি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী কৃষিব্যবস্থায় ধানচাষ, জলসেচ ও ধানখেতে মাছ চাষের সমন্বয় দেখা যায়। স্থানীয় পরিবেশ ও সম্পদের সঙ্গে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এটি মনে করিয়ে দেয়, জ্ঞান শুধু আধুনিক প্রযুক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অর্জিত দক্ষতা থেকেও মূল্যবান জ্ঞান তৈরি হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থাকে সব অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সমাধান বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই। বরং আধুনিক বিজ্ঞান ও স্থানীয় অভিজ্ঞতা একে অন্যের কাছ থেকে কী শিখতে পারে, সেটিই ভাবার বিষয়।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেমন এক রকম নয়, তেমনই পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলার রীতিও সর্বত্র এক নয়। মেঘালয়ের গারো সমাজে মাতৃসূত্রীয় বংশপরিচয় ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের রীতি তার একটি উদাহরণ। সেখানে বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকারে মায়ের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর অর্থ এই নয় যে পরিবারের প্রতিটি সিদ্ধান্তে নারীরাই একক কর্তৃত্ব করেন। বংশপরিচয়, সম্পত্তির অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আলাদা বিষয়। এই উদাহরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নিজেদের পরিচিত পারিবারিক কাঠামোকেই সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। সামাজিক রীতিতে পার্থক্য থাকলেই একটি সমাজ অন্যটির চেয়ে উন্নত বা অনুন্নত হয়ে যায় না। এই বৈচিত্র্য শুধু সামাজিক রীতিতে নয়, জীবিকা ও জীবনযাপনের ধরনেও স্পষ্ট। বিরহোর জনগোষ্ঠীর কিছু গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জীবিকা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাঁদের মধ্যে আধা-যাযাবর জীবনযাপনের নজিরও রয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাঁদের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনকে শুধু উন্নতি অথবা শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষয় বলে ব্যাখ্যা করা কঠিন। শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিকল্প কাজের সুযোগ তাঁদের প্রাপ্য; একই সঙ্গে বনজ সম্পদের অধিকার, ভাষা ও ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার ধারাবাহিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মাহালি জনগোষ্ঠীর বাঁশের কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একটি ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বললেই হবে না, সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আয়, কাঁচামালের প্রাপ্যতা এবং বাজারে ন্যায্য দাম পাওয়ার সুযোগও নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কৃতির মর্যাদা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তার সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবন ও জীবিকারও মর্যাদা থাকে।

এই উদাহরণগুলি দেখায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোনও একক বা অপরিবর্তনীয় সমাজ নয়। আদিবাসী মানেই বনবাসী, বিচ্ছিন্ন কিংবা আধুনিকতার বিরোধী, এমন ধারণা যেমন ভুল তেমনই একই সঙ্গে ঐতিহ্যের নামে প্রতিটি প্রথাকে প্রশ্নাতীত বলেও ধরে নেওয়া যায় না। কোনও প্রথা মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করলে তার সমালোচনা জরুরি। কিন্তু সেই সমালোচনা যেন একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে হেয় করার অজুহাত না হয়ে ওঠে। আসল প্রশ্ন হল, পরিবর্তন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সেই সমাজের মানুষের মতামতকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেখানেই উন্নয়নের প্রশ্নটি এসে পড়ে। জমি হারানো, বনজ সম্পদ ব্যবহারের অধিকার সংকুচিত হওয়া কিংবা স্থানীয় মানুষের মতামত না নিয়েই তাঁদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়া হলে সেই উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি।

সভ্যতার সংজ্ঞা তাই শুধু প্রযুক্তির অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মধ্যে খুঁজলে চলবে না। দেখতে হবে, সেই অগ্রগতির পথে আমরা অন্য মানুষের অধিকারকে কতটা মর্যাদা দিচ্ছি। আদিবাসী মানুষ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি না, কোন পেশায় যুক্ত হবেন, কীভাবে নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রাখবেন, সেই সিদ্ধান্তে তাঁদের নিজেদের কণ্ঠই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কোনও মানুষ আমাদের মতো জীবনযাপন করেন না বলেই তিনি অসভ্য নন। বরং নিজেদের জীবনকেই একমাত্র সঠিক বলে ধরে নিয়ে যখন আমরা অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকার অস্বীকার করি, তখনই আমাদের সভ্যতার দাবিকে প্রশ্ন করতে হয়। আদিবাসীদের আমাদের মতো করে তোলাই যদি উন্নয়নের লক্ষ্য হয়, তবে সেই উন্নয়ন বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে শেখেনি। বিজেপিকে এই কথাটা বোঝাবে কে?

জাগোবাংলা
রাজ্য
29 October, 2026 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
২৯ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

উত্তরপাড়ায় শিবমন্দির সংলগ্ন একটি ঘাট থেকে প্রকাশ্য দিবালকে গঙ্গা থেকে বালি চুরি। গ্রেফতার দুই। ধৃতদের কাছ থেকে একটি নৌকো ও ৪০০০ কিউবিক ফিট সাদা বালি মিলেছে

অর্ণবের তাণ্ডবে তছনছ অন্ধ্র-ওড়িশার উপকূল

ল্যান্ডফল হল সর্বোচ্চ ১৫০ কিমি গতিতে

অনুরাধা রায় • পুরী

মঙ্গলবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাডার নিকটবর্তী পুদুচেরির ইয়ানামের কাছে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব। সে-সময় হাওয়ার বেগ ১২৫-১৩৫ কিলোমিটার ছিল, দমকা হাওয়ার বেগ কোথাও কোথাও ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলরেখার কাছে স্থলভাগে আঘাত হানার পর ওড়িশার দক্ষিণ দিকের জেলাগুলিতে এগিয়ে এসেছে। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। অর্ণবের প্রভাব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। ওড়িশার গোপালপুর, পুরী-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জেলাগুলিতে শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। মাঝে সামান্য থামলেও রাত থেকে টানা বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বহু এলাকা। দুই রাজ্যের ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি মানুষকে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্যাঘাত ঘটেছে বিদ্যুৎ পরিষেবাতেও। অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে গিয়েছে বলে খবর। ওড়িশার পুরীতেও ভয়াবহ চিত্র। উত্তাল সমুদ্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রশাসনের উদাসীনতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। ভরা পর্যটন-মরশুমে বিপর্যয়ের পূর্বাভাসের পরেও নেওয়া হয়নি যথাযথ ব্যবস্থা। এর ফলে পর্যটকেরা অনেকাংশেই সমস্যায় পড়েছেন। হোটেলগুলিতে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের ঘাটতি। যখন-তখন লোডশেডিং হওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পুরীর সমুদ্র তীরে প্রশাসনের কোনওরকম নজরদারি চোখে পড়েনি। উত্তাল সমুদ্রের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে রিল তৈরি করতে দেখা গিয়েছে বহু উৎসাহী যুবককে। কিন্তু তার পরও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনওরকম ব্যবস্থা দেখা যায়নি। কলকাতার বেহালা থেকে আসা পর্যটক শিউলি প্রামাণিক ওড়িশার প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, কিন্তু তা মানুষ কতটা মানছে ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনের। একইভাবে সমস্যার কথা তুলে ধরে উষ্মা প্রকাশ করেছেন বীরভূম থেকে আসা রাতুল বসাক। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হতেই হোটেলগুলিতে জল নেই, বারে-বারে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। রাস্তায় বেরিয়ে বিপদে-পড়া অনেক পর্যটকই সরকারি হেল্পলাইনে ফোন করেও কোনও পরিষেবা পাননি বলেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, ল্যান্ডফলের সময় একটানা বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২৫ থেকে ১৩৫ কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত। স্থলভাগে আঘাত হানার পরেও ঝড়টি তার তীব্রতা বজায় রেখেছিল, যার ফলে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে, গাছপালা উপড়ে পড়েছে এবং নিচু এলাকাগুলো সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়েছে। ওড়িশার দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতেও প্রবল বাতাস ও ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত।

কর্মসংস্থানের টোপ দিয়ে দাগি শিল্পপতিকে জমি দেওয়ার ছক বিজেপির

প্রতিবেদন : বাংলায় পালাবদল ঘটতেই কি এবার কর্পোরেট-লুটেরাদের অবাধ চারণভূমি হয়ে উঠতে চলেছে রাজ্য? বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বেদান্ত গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়ালের বৈঠকের পর এই প্রশ্নই এখন রাজ্যজুড়ে। আসানসোলে ১০ হাজার কর্মসংস্থানের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলে এক দাগি, একাধিক গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত খনি মাফিয়ার হাতেই রাজ্যের মূল্যবান জমি ও সম্পদ তুলে দেওয়ার সুপরিকল্পিত ছক কষছে বর্তমান বিজেপি সরকার।

পূর্বতন সরকারের দিকে 'তোলাবাজি' ও 'কাটমানি'র অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী যে শিল্পপতিকে পাশে বসিয়ে রাজ্যে 'ব্যবসাবান্ধব' পরিবেশের ঢাক পেটাচ্ছেন, সেই বেদান্ত গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস দুর্নীতির কালিমায় লিপ্ত। একদিকে যেমন মার্কিন সংস্থা 'ভাইসরয় রিসার্চ'-এর ফরেনসিক রিপোর্টে এদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপ, পঞ্জি স্কিমের ধাঁচে বাজার থেকে টাকা তোলা এবং হিসাব কারচুপির মতো মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে, তেমনই অন্যদিকে খোদ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের দায়ে বেদান্তের একাধিক কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছে। যে সংস্থাকে খোদ কেন্দ্রীয় সংস্থা তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাদেরকেই রাজ্যের বুকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিচ্ছে সরকার! এ কি সত্যিই কর্মসংস্থান, নাকি রাজনৈতিক ফায়দা ও নির্বাচনী বন্ডের নতুন সমীকরণ? এই বেদান্ত গোষ্ঠী মানে শুধুই আর্থিক কেলেঙ্কারি নয়, এদের হাতে লেগে রয়েছে নিরীহ মানুষের তাজা রক্ত। তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদ করায় এই বেদান্তর কারখানার সামনেই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন সাধারণ মানুষ। ওড়িশার নিয়মগিরি থেকে শুরু করে সিজিমালিতে আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিতে ভুয়ো গ্রামসভা ও জাল স্বাক্ষরের আশ্রয় নেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এদের বিরুদ্ধে। ছত্তিশগড়ের বালকোতে চিমনি ভেঙে ৪০ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু আজও দেশের শ্রমিক নিরাপত্তার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এহেন রক্তস্নাত ইতিহাস ও পরিবেশ ধ্বংসের ট্র্যাক রেকর্ড থাকা সংস্থাকেই কি আসানসোলের মতো ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে বিষবাষ্প ছড়ানোর ছাড়পত্র দিচ্ছে রাজ্য সরকার?

কর্মসংস্থানের মোড়কে আসলে বাংলার মাটিতে বিষবৃক্ষ পুঁততে চাইছে বর্তমান সরকার। যে সংস্থা মুনাফার লোভে পরিবেশ ধ্বংস করে, শ্রমিকের জীবনের তোয়াক্কা করে না এবং দেশ-বিদেশের তদন্তকারী সংস্থার আতশকাঁচের তলায় বসে থাকে, তাদের হাতে আসানসোলের জমি তুলে দেওয়া হলেও কোনও শিল্পায়ন হতে পারে না— এ হল রাজ্যের মানুষের সঙ্গে এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

অর্ণবের দাপটে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাতিল একাধিক উড়ান-ট্রেন

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অতি-প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর ল্যান্ডফলের পর পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রেল ও বিমান মন্ত্রক আগাম সতর্কতা হিসেবে একাধিক উড়ান এবং দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশাখাপত্তনম, বিজয়ওয়াড়া ও রাজামুন্দ্রি বিমানবন্দরের স্বাভাবিক বিমান চলাচল স্থগিত রাখা হয়েছে। ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া এবং আকাসা এয়ারের মতো প্রধান বিমান সংস্থাগুলি দিল্লির পাশাপাশি চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদগামী একাধিক উড়ান বাতিল ঘোষণা করেছে। কলকাতা বিমানবন্দর থেকেও বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর ও রাঁচিগামী বেশ কিছু উড়ানের সূচি বাতিল বা পরিবর্তন করতে হয়েছে। বিমানসংস্থাগুলির পক্ষ থেকে যাত্রীদের বিমানবন্দরে রওনা দেওয়ার আগে নিজ নিজ উড়ানের সর্বশেষ সময়সূচি যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় এবং সুরক্ষাজনিত কারণে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও পূর্ব উপকূলীয় শাখায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এ-পর্যন্ত প্রায় একশোর বেশি ট্রেন বাতিল বা যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

- হাওড়া-জগদলপুর এক্সপ্রেস (১৮০০৫) : ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাতিল।
- জগদলপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস (১৮০০৬) : ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ।
- রৌরকেলা-জগদলপুর এক্সপ্রেস (১৮১০৭) : ৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে না।
- জগদলপুর-রাউরকেলা এক্সপ্রেস (১৮১০৮) : ৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল।
- হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনুমা এক্সপ্রেস : এই রুটের ট্রেনও বাতিল ও রুট পরিবর্তনের তালিকায় রয়েছে।

দমকা হাওয়া, উত্তাল সমুদ্র পুরীতে আতঙ্কে পর্যটকেরা

প্রতিবেদন : প্রবল বেগে হাওয়া। ঝনঝন করে উঠছে হোটেলে কাঁচের জানলা। ব্যালকনি খুললেই বৃষ্টির দাপট টের পাওয়া যাচ্ছে বেশি করে। মুহূর্তে অন্ধকার পুরী শহর। ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎহীন এলাকা। এরই সঙ্গে জল কষ্ট। ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের দাপটে অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ ওড়িশার পুরী-সহ একাধিক জায়গায় ক্ষতি। শুধু তাই নয়, ধরা পর্যটন মরশুমে পর্যটকরাও বিপদে পড়েন। এরই মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাতেও তীব্র ক্ষোভ পর্যটকদের। কলকাতার বেহালা থেকে আসা শিউলি প্রামাণিক নামে এক পর্যটক ওড়িশার প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উপড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, কিন্তু তা মানুষ কতটা মানছে ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনের। একইভাবে সমস্যার কথা তুলে ধরে উষ্মা প্রকাশ করেছেন বীরভূম থেকে আসা রাতুল বসাক। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হতেই হোটেলগুলিতে জল নেই, বারে বারে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। রাস্তায় বেরিয়ে বিপদে পড়া অনেক পর্যটকই সরকারি হেল্পলাইনে ফোন করেও কোন পরিষেবা পাননি বলেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বুধবার সকালে বৃষ্টির দাপট তীব্রতর ছিল।। তবে সন্ধের পর থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার থেকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে বুধবার রাতে সমুদ্র আবার উত্তাল হয়ে পড়ে।

বাংলা জুড়েও চলবে দুর্যোগ

প্রতিবেদন : ক্রমেই শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে অর্ণব। স্থলভাগে ঢুকতেই শক্তি কমেছে ঘূর্ণিঝড়ের। বঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব না পড়লেও দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। আগামী পাঁচ দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টি ও বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে কমতে পারে দিনের ও রাতের তাপমাত্রা। আজ সকাল থেকে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আবহাওয়া থাকলেও দুপুর থেকে আংশিক মেঘের দেখা যাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হবে। শুক্রবার থেকে ফের বদলাবে আবহাওয়া।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল বাস। হুগলির আরামবাগের মলয়পুর বালিয়া এলাকার ঘটনা। বাসটিতে ১২-১৩ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন আহত হয়েছেন। তাঁরা আরামবাগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

উদ্ধার প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর গলাকাটা দেহ

ফের গাইঘাটায় খুন

প্রতিবেদন: ফের শিরোনামে গাইঘাটা। বিতর্কিত এনকাউন্টারের পর এবার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীকে নৃশংস ভাবে খুন। ধানক্ষেত থেকে কৃষকের গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। বুধবার গাইঘাটা থানার বর্ণবেড়িয়ায় রাজবংশী পাড়ার ধানের ক্ষেত থেকে কৃষকের দেহটি উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। নাম বাসুদেব দাস। বাড়ি গাইঘাটা থানার নোড়াদহে। ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম নাড়ুগোপাল বিশ্বাস। কী কারণে এই খুন, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গাইঘাটায় নিহত তৃণমূল নেতার শোকার্ত পরিবার।

তাঁর স্ত্রী দীপা দাস তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ নিজের জবা ফুলের চাষের জমির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বাসুদেব। পরে সেই চাষের জমির পাশেই তাঁর গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়। রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের স্ত্রী দীপা দাসের অভিযোগ, স্থানীয়রা তাঁকে এসে দেহ পড়ে থাকার খবর দেন। নাড়ুগোপাল বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন দীপা। প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী এবং সক্রিয় তৃণমূল কর্মীর এমন নৃশংস মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ব্যক্তিগত শত্রুতা, রাজনৈতিক কারণ নাকি খুনের নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ—তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ সরকার জানান, দিনের আলোতে এমন খুনের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। কী কারণে এমন নৃশংস খুন তা তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীর কঠোর শাস্তি হোক।

৫০০ জন রোগীর জন্য একজন চিকিৎসক গ্রামীণ হাসপাতালের

সৌমেন মল্লিক • কুলতলি

অথৈ জলে পরিষেবা

চিকিৎসক মাত্র একজন, আর চিকিৎসার আশায় লাইনে দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক রোগী! দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের চরম অরাজকতার ছবিটা এখন ঠিক এইরকমই। ব্লক স্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের নজিরবিহীন পরিকাঠামো সংকট এবং প্রশাসনের চরম গাফিলতির জেরে ক্ষোভ এলাকাবাসীর মধ্যে। দূর-দূরান্ত থেকে এসেও নূন্যতম চিকিৎসা না পেয়েই ফিরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চিকিৎসা নিতে এসে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগীরা। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদেরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এমনই অভিযোগ উঠছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে।

সাপের কামড়, তীব্র পেটের যন্ত্রণা কিংবা দুর্ঘটনায় জখম রোগীকে নিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে জরুরি বিভাগের সামনে। অন্যদিকে আউটডোরের লাইনে দাঁড়িয়ে গরমে হাসফাঁস করছেন বৃদ্ধ থেকে শুরু করে কোলের শিশু। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারাচ্ছেন হাসপাতালের কর্মীরা। চিকিৎসকের ঘরের সামনে তৈরি হচ্ছে হুড়োহুড়ি ও চরম বিশৃঙ্খলা।

শুধু চিকিৎসক-সংকটই নয়, হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, বাথরুম থেকে অনবরত জল পড়ছে, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর এবং একাধিক পাখা অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কোথাও আবার পাখার ডানা খুলে রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রোগীদের ভোগান্তি আরও বাড়ছে। বিশেষ করে বাঘ কিংবা কুমিরের আক্রমণে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এই হাসপাতালেই চিকিৎসার জন্য আসতে হয়। অথচ ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসা পেতেও তাঁদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, প্রতিদিন এত বিপুল সংখ্যক রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতালে কেন পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নেই? কবে কাটবে এই দুর্ভোগ? এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত চিকিৎসক বাড়ানোর পাশাপাশি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিক রাজ্য সরকার।

পাথরপ্রতিমার রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে কুমির

সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা: রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কুমির! এমনই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দূর্বা চটি স্কুল মোড় এলাকায়। রাস্তার উপর দিয়ে কুমিরের হেঁটে যাওয়ার সেই দৃশ্য ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় কুমিরের রাস্তা পারাপারের ভিডিও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার উপর কুমিরটিকে দেখতে পেয়ে এলাকায় কৌতূহল ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন পাথরপ্রতিমা বনদফতরের কর্মীরা। তৎপরতার সঙ্গে কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তাঁরা। বনদফতর সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া কুমিরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। এরপর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পরিবেশে নদীতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। লোকালয়ে রাস্তার উপর কুমিরের এমন উপস্থিতি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও বনদফতরের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি ফিরেছে।

সাইবার প্রতারণায় ধৃত ৮ ব্যাঙ্ককর্মী

প্রতিবেদন: সাইবার প্রতারণায় মদত। নদিয়ার তেহট্টে ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার-সহ গ্রেফতার আট ব্যাঙ্ক কর্মী। কমিশনের লোভে সাইবার অপরাধীদের অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার চক্রে সরাসরি ব্যাঙ্কের অন্দরের কর্মীরাই অভিযুক্ত। সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া কালো টাকা সাদা করতে এবং লেনদেনের উৎস আড়াল করতে একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত। কমিশনের লোভে কিছু যুবক-যুবতী নিজেদের অ্যাকাউন্ট অপরাধীদের হাতে তুলে দিত। এই পুরো প্রক্রিয়ায় ওই ব্যাঙ্ক কর্মীরা সরাসরি যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ।

বাংলার ২৭ লক্ষের নাম বাদ কেন?

(প্রথম পাতার পর) সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, যদি কারচুপি করা জনরায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠিত হতে পারে, তবে নির্বাচনী বৈধতার আর কিই-বা বাকি থাকে? এই যুক্তিতে, বর্তমান রাজ্য সরকারকে অন্তর্বর্তিকালীন সরকার হিসেবে গণ্য করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের উচিত পশ্চিমবঙ্গে আগের নির্বাচিত সরকারকে পুনর্বহাল করা এবং ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন করার নির্দেশ দেওয়া, যাতে ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বাদ-পড়া প্রতিটি যোগ্য ভোটারকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যথায়, এই যুক্তির একমাত্র যৌক্তিক দিক হল কীভাবে অসঙ্গতিগুলো এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন— অবিশ্বাস্য! সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের তৈরি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকাটি শুধুমাত্র একটি 'অন্তর্বর্তিকালীন ব্যবস্থা' হিসেবে অনুমোদিত ছিল, যার বৈধতা এখনও প্রমাণিত নয়। ওহ্ তাই নাকি, মহামান্য আদালত? তবে কি আপনারা একটি সম্ভাব্য অবৈধ 'যৌক্তিক অসঙ্গতি' তালিকার ভিত্তিতে বাংলার ২৭ লক্ষ যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন? একে কি বিচার বলে? আর ঠিক এখন— যখন বাংলার বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে, এবং প্রকৃত নাগরিকেরা ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন— ঠিক এখন শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের বৈধতা খতিয়ে দেখবে! যদি ন্যায়বিচার ও সততা থাকত, তবে জ্ঞানেশ কুমার পদচ্যুত হতেন এবং বাংলায় একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের প্রশ্ন— লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির (এলডি) বৈধতা যদি সন্দেহজনক হয়, তবে তা কীভাবে একটি অন্তর্বর্তিকালীন ব্যবস্থা হতে পারে? বাংলার ভোটাররা কি গিনিপিগ ছিলেন, যার জন্য ৯২ লক্ষ মানুষকে 'এলডি' হিসেবে চিহ্নিত করা হল এবং এর মধ্যে ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হল?

বুধবার দিল্লির এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানিতে কমিশনের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের প্রশ্ন, যাঁদের নাম আগে ভোটার তালিকায় ছিল, তাঁদের কেন ফর্ম ৬ পূরণ করে নতুন করে নাম তুলতে বলা হচ্ছে? ফর্ম ৬ পূরণ করে যেমন নাম তোলা যায়, তেমনই ফর্ম ৭ পূরণ করে ভোটার তালিকায় থাকা কোনও নাম বাদের আর্জি জানানো যায়। আর ফর্ম ৮ পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম-ঠিকানা সংশোধনের আবেদন করা যায়। সুপ্রিম কোর্ট বুধবার জানিয়েছে, এই তিন ফর্ম কমিশন বদল করতে পারে না। ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরনো ভোটারদেরও ফর্ম ৬ পূরণ করতে বলছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, 'আগে ভোটার তালিকায় নাম ছিল, এখন নেই— এমন ভোটারদের জন্য সমাধানসূত্র বার করতে হবে। তাঁদের নতুন ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।'

জং-ধরা বিমে ফেরিঘাট নির্মাণ হিঙ্গলগঞ্জে

সুমন তালুকদার • হিঙ্গলগঞ্জ

গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, বন্ধ কাজ

পুরনো জং ধরা লোহার বিমের ওপরেই তৈরি করা হচ্ছিল ফেরিঘাট। যেকোনও মুহূর্তে তা ভেঙে পড়ার আশঙ্কাপ্রকাশ করেন স্থানীয়েরা। হিঙ্গলগঞ্জের বিশপুর ফেরিঘাটের ঘটনা। পুরনো লোহার বিমের উপরে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ জানান গ্রামবাসীরা।

ভাঙা ফেরিঘাটের পুনর্নির্মাণ ঘিরে সরকারি কাজের মান নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠল। হিঙ্গলগঞ্জের গৌড়েশ্বর নদীর বিশপুর ফেরিঘাটে পুরনো, জং ধরা লোহার বিমের উপরে নতুন করে ফেরিঘাট তৈরির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ ও নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে দায়সারাভাবে

কাজ করা হচ্ছিল। প্রতিবাদে বুধবার সকালে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন তারা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিশপুর ফেরিঘাটের একাংশ ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে ওই ঘাট দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্রুত পুনর্নির্মাণের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো কাজ শুরু করে ঠিকাদার সংস্থা। কিন্তু কাজের পদ্ধতি নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠতে থাকে বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের দাবি, বিষয়টি জানাতে একাধিকবার ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে কাজ শুরু হতেই একজোট হয়ে প্রতিবাদে নামেন বাসিন্দারা। তাদের হুঁশিয়ারি, নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কোনওভাবেই এই কাজ করতে দেওয়া হবে না।

বিক্ষোভকারীরা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ফেরিঘাটটি প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাদের দাবি, তাই কোনওরকম জোড়াতালি নয়, উন্নতমানের নতুন উপকরণ দিয়ে স্থায়ী ও নিরাপদ ফেরিঘাট নির্মাণ করতে হবে। বিশপুরের মানুষের প্রশ্ন, সরকারি আশ্বাসের পরেও কেন নিরাপদ পরিষেবা নিশ্চিত হবে না? উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে তা হল কই?

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
29 October, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
২৯ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ধূপগুড়িতে আলুবোঝাই টোটো উল্টে তার তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু চালকের। আলুর বস্তা এবং টোটোর নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। নাম সমরেশ দত্ত। সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা

২ রেলগেট বন্ধে উদ্বেগে শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : একের পর এক রেলগেট বন্ধ করে দিচ্ছে রেল। এই অমানবিক সিদ্ধান্তে চরম সংকটে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ফুলেশ্বরী ও শিবমন্দিরের রেলগেট বন্ধের পর এবার শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান ও হকার্স কর্নার এলাকার দুটি রেলগেট বন্ধের উদ্যোগ নিল রেল। রেল সূত্রে খবর, গেট দুটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রেল বোর্ড। বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনেও। তবে কবে গেট দুটি বন্ধ করা হবে, তা এখনও জানা যায়নি। প্রায় দুই দশক আগে মহাবীরস্থান এলাকায় যানচলাচল সহজ করতে তৈরি হয় উড়ালপুল। সেটি চালু হওয়ার পরেও টাউন স্টেশনের কাছে পাশাপাশি দুটি রেলগেট চালু ছিল। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, গেট দুটি রাখতে কর্মীদের বেতন ও রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল খরচ হচ্ছে। সেই আর্থিক বোঝা কমাতেই গেট দুটি বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রেলগেট বন্ধ হবে জেনেই চিন্তিত এলাকার ব্যবসায়ীরা। তাঁদের শঙ্কা, গেট দুটি বন্ধ হয়ে গেলে ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তাঁদের সংসার চালানোই কঠিন হয়ে উঠবে। মহাবীরস্থান থেকে হাসমিচক উড়ালপুল তৈরি হওয়ায় যান-চলাচলে সুবিধা হয়েছে। তবে রেলগেট দুটি বন্ধ হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উপর বিরাট প্রভাব পড়বে। রেল কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত বিবেচনার অনুরোধ করবেন দোকানিরা।

রেলের হঠকারী সিদ্ধান্ত

বন্ধ হবে এই রেলগেট।

বনকর্মীদের নজরদারি এড়িয়ে পুন্ডিবাড়িতে বাইসন, আতঙ্ক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বন বিভাগের নজরদারি নেই। ফলে জঙ্গল থেকে কখনও হাতি, কখনও বাইসন গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ছে। তাতে প্রাণী এবং মানুষ উভয়েরই বিপদ বাড়ছে। নজরদারির অভাবে বুধবার সকালে একটি বাইসন ঢুকে-পড়ে আতঙ্ক ছড়াল কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পুন্ডিবাড়ির সোনারি এলাকায়। ১০৪ নম্বর বুথের কাছে সিদ্ধেশ্বরী সংলগ্ন জঙ্গল এলাকায় বাইসনটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেক উৎসাহী আবার দেখতে ভিড় জমান। বাইসনটিকে দেখতে পেয়েই পুন্ডিবাড়ি থানায় খবর দিলে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ এবং বনকর্মীরা। শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

বাইসনটিকে নিরাপদে উদ্ধার করাই ছিল বনকর্মীদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। একদিকে স্থানীয়দের নিরাপত্তা, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীটির কোনও ক্ষতি না হওয়া, দুই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালান বনকর্মীরা। দীর্ঘ চেষ্টার পর বিকেলের দিকে বাইসনটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেলে উদ্ধারের খবর আসতেই স্বস্তি স্থানীয়দের। তবে জনবসতিপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি কীভাবে বাইসনটি এল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় বন্যপ্রাণীর আনাগোনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। শেষমেশ বিকেলে বাইসনটি উদ্ধার করে বনে ফেরানোর উদ্যোগে স্বস্তিতে বাসিন্দারা।

খেতের মাঝে তখনও দাঁড়িয়ে বাইসনটি।

মাথাভাঙায় টোটো-পিকআপ ভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৬

সংবাদদাতা, মাথাভাঙা : মাথাভাঙা-ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়কে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। টোটো ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ছয়জন। আহতদের মধ্যে তিনজন মহিলা রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতাল থেকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে মাথাভাঙার অশোকবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথাভাঙা- ১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগাছি গোসাইয়ের ডাঙা এলাকার বাসিন্দা পাঁচজন একটি টোটোয় চেপে নয়ারহাটে যাচ্ছিলেন আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে। মাঝপথেই মাথাভাঙা-ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়কের অশোকবাড়ি এলাকায় শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান টোটোটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে টোটোটি উল্টে যায়। যাত্রীরা ছিটকে পড়েন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন টোটোযাত্রী স্বপ্না বর্মন, জ্যোৎস্না বর্মন, অঙ্কিতা বর্মন, হিতেন বর্মন, স্বপন বর্মন এবং টোটোচালক মৃত্যুঞ্জয় রায়। আহত স্বপ্না, জ্যোৎস্না

আহত টোটোযাত্রীদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

পুলিশ-প্রশাসন ঘুমিয়ে, চোলাইয়ের ঠেক ভাঙতে পথে নামলেন মহিলারাই

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : গত পাঁচ ছয় মাস পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় রমরম করে চলছে চোলাই মদের ঠিক। গ্রামে একের পর এক চোলাই মদের ঠেকের জেরে বিপন্ন সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা। সন্ধ্যা নামলেই মত্তদের জন্য আতঙ্কিত এলাকার মহিলারা। নেশার ট্যাবলেট মেশানো মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ারও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে চোলাই মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন এলাকার মহিলারা। রায়গঞ্জ ব্লকের সোনাডাঙি গ্রামে পরপর তিনটি চোলাই মদের ঠেক রয়েছে।

স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, এই ঠেকগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রামের পরিবেশ খারাপ হচ্ছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঝগড়া ও অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ছেন বাড়ির পুরুষরা। অবিলম্বে এই ঠেকগুলি বন্ধ করা না হলে আগামী দিনে গ্রামের যুবসমাজ আরও বেশি করে নেশার কবলে চলে যেতে পারে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ থানায় এসে চোলাই মদের ঠেকগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলারা। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিলে তাঁরাই দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে দেবেন।

কালীপুজোর মুখে ভস্মীভূত ৬ দোকান, বিপন্ন ব্যবসায়ীরা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : কালীপুজোর মুখে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ছ'টি দোকান। সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসার জোগাড় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের। ঘটনাটি ঘটেছে মাদারিহাটের টোটোপাড়া মোড়ে। আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ওই ছয়টি দোকান। বুধবার ভোররাতে আগুন লাগে ওই ছ'টি দোকানের কোনও একটিতে। তা থেকে পাশাপাশি অন্য দোকানে। পুড়ে যাওয়া ছয়টি দোকানের মধ্যে রয়েছে মিষ্টি, পান, ফাস্টফুড ইত্যাদির দোকান। কালীপুজো উপলক্ষে সবাই অনেক জিনিসপত্র কিনে মজুত করেছিলেন। পুজোর আগে দোকান পুড়ে যাওয়ায় ব্যাবসায়ীরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, খুব ভোরে আগুন লাগায় কেউই দোকানের কিছুই বাঁচাতে পারেননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসিমারা ও ফালাকাটা থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কিন্তু ততক্ষণে দোকানগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। দমকলকর্মীরা বহু কষ্টে বাকি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল আধিকারিকদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই ওই আগুন লেগেছে। ছ'টি দোকান মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি।

আগুনে পুড়ে ছাই-হওয়া দোকান।

উদ্ধার বিরল স্লো লরিস, ধৃত ১

সংবাদদাতা, নদিয়া : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী পাচারের এক বড়সড় প্রচেষ্টা বানচাল করল কল্যাণী থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিরল প্রজাতির 'স্লো লরিস'। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাম সুজয় দাস ও ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণী থানা এলাকায় বন্যপ্রাণী পাচারের বিষয়ে একটি গোপন তথ্য পায় পুলিশ। অভিযানে মোটরসাইকেলে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করা দুই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত বিপন্ন শ্রেণির একটি স্লো লরিস উদ্ধার হয়। রানাঘাট পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ধৃতদের গ্রেফতার করে আজ আদালতে তোলা হবে এবং পুরো চক্রটির শিকড় খুঁজতে তাদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। এই প্রাণীটি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, এর সম্ভাব্য ক্রেতা কারা এবং স্থানীয় বা আন্তঃরাজ্য কোনও চক্র এর পেছনে সক্রিয় কি না তা খতিয়ে দেখতে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে।

আমার বাংলা
29 October, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

দিঘা, মন্দারমণিতে বিদ্যুৎবিভ্রাট, তীব্র সমস্যায় পর্যটকেরা

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ল্যান্ডফল করতেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় পূর্ব মেদিনীপুরে। দিঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুরের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সমুদ্র রয়েছে উত্তাল। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ভারী (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবারও দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল তিনটের পর সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা তথা পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে। তবে বুধবার থেকে কাঁথি, রামনগর-সহ কয়েকটি জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে দেখা যায়। বুধবার সকাল থেকে বঙ্গোপসাগরে জলোচ্ছ্বাস স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। তাজপুর, শঙ্করপুর সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতেও একই অবস্থা। সমুদ্রে স্নান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। অর্ণব ল্যান্ডফল করতেই দিঘা, মন্দারমণিতে বিদ্যুৎবিভ্রাট দেখা দিয়েছে। পর্যটকরা হোটেল থেকে

বেরতে পারছেন না। আবার হোটেলের ঘরেও কারেন্ট না থাকায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জেনারেটরে আর কতক্ষণ চলবে। এই পরিস্থিতিতে মিলছে না প্রশাসনের সাহায্য। এদিকে, স্থলভাগে আছড়ে পড়েছে অর্ণব। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। আর তাতেই দিঘা ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে যায় তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা হওয়ায় ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল দুই ঘণ্টার বেশি সময়। অনেক যাত্রীই হেঁটে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন।

চাক ভাঙতে গিয়ে মাছির হুলে মৃত যুবক, জখম ৫

প্রতিবেদন : মাছির কামড়ে মৃত যুবক। আহত আরও চার। মৃতের নাম সম্রাট শবর। বাড়ি পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার পুকুরকাটা গ্রামে। জখম হন মৃতের ভাই বিদ্যুৎ শবর-সহ আরও চারজন পড়শি। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে পাশের জঙ্গলে ৫ জন যুবক যান। হাতে মশাল, পোড়া মোবাইল ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, রাতের অন্ধকারে মশালের সাহায্যে মাছি সরিয়ে চাক ভেঙে সেখান থেকে ডিম সংগ্রহ করা। সেই মতো তিনজন দুটি গাছের ডালে উঠে পড়েন। বাকি দুজন নিচে মশাল জ্বালানোর তোড়জোড় করছিলেন। এমন সময় চাক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ে এসে তাদের উপর হামলা চালায়। হুলবিদ্ধ হয়ে তিনজন গাছ থেকে নিচে পড়ে যান। নিচে থাকা দুজন মারাত্মক জখম হন। ঘটনার পর কয়েক ঘণ্টা তারা জঙ্গলেই পড়েছিল। ভোরের দিকে কোনওক্রমে ওই পাঁচজন বাড়ি ফেরেন। সেখানেই নেতিয়ে পড়েন সম্রাট। পরে তাঁকে বান্দোয়ান গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুকুরকাটা গ্রামে। লেলেহ মাছির ডিম আনতে গিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিণতির কথা কেউ ভাবতেই পারছেন না। মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

নবমীতে নিখোঁজ, আট দিন পর বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : যত কাণ্ড বাঁকুড়ায়। নবমী থেকে ছিলেন নিখোঁজ। মঙ্গলবার ধানখেতে মিলল বৃদ্ধার পচাগলা দেহ। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল? বৃদ্ধা ধানখেতে কী করে গেল? অজানা। পরিবারের কথায় নবমীর দুপুরে স্থানীয় মণ্ডপে প্রসাদ খেতে গিয়েছিলেন। তারপর নিখোঁজ হয়ে যান। অবশেষে মঙ্গলবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম প্রতিমা বাগদি। বয়স প্রায় ৭০ বছর। বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার অন্তর্গত পায়রাচালি গ্রামের বাসিন্দা। দুর্গাপুজো উপলক্ষে খাতড়ার বাজারপাড়ায় তাঁর ছোট মেয়ের বাড়িতে যান। দুর্গাপুজোর নবমীর দিন দুপুরে বাজারপাড়ার দুর্গামণ্ডপে প্রসাদ খেতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেন। তবে খোঁজ মেলেনি। পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। মঙ্গলবার খাতড়া বাজার সংলগ্ন চয়াকানালীর লোকনাথ মন্দিরের কাছে একটি ধানজমি থেকে তীব্র পচা গন্ধ পান স্থানীয়রা। তল্লাশিতে বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। খবর যায় পুলিশে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। খবর দেওয়া হয় প্রতিমার পরিবারকে। সদস্যরা দেহ শনাক্ত করেন। কীভাবে মৃত্যু তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর অষ্টমী রাতে বাঁকুড়ায় স্ত্রী ও বাবাকে খুনের অভিযোগ ওঠে যুবকের বিরুদ্ধে। স্থানীয় মন্দিরে স্ত্রীর মুন্ডু রেখে দিয়ে আসার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার তন্ত্রসাধনার প্রসঙ্গ উঠে আসে। সেই ঘটনার তদন্ত চলতে না চলতেই নবমীতে নিখোঁজ বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার হল ধানখেতে।

এই ধানখেতেই উদ্ধার হয় দেহ।

সুযোগ বুঝে কোপ, দিঘায় দ্বিগুণ বাড়ল হোটেল ভাড়া

প্রতিবেদন : দিঘা, মন্দারমণিতে হু-হু করে বেড়ে গেল হোটেল ভাড়া। ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ল্যান্ডফল করেছে বুধবার ভোর রাতে। যার জেরে দিঘা, মন্দারমণিতে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস রয়েছে। অনেক পর্যটক পরিস্থিতি বুঝে আগেই সৈকত নগরী ছেড়েছেন। কিন্তু অনেকেই রয়ে গিয়েছেন। আবার নতুন করে বুধবার অনেকেই গিয়েছেন। কিন্তু গিয়েই সমস্যায় পড়েছেন। কারণ হোটেল মালিকরা ব্যাপক রুম ভাড়া চাইছেন। যা ভাড়া তার চেয়ে ডবল ভাড়া চেয়ে বসেছেন হোটেল মালিকরা। দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুর সব জায়গাতেই এক অবস্থা। এই নিয়ে পর্যটকরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই রাগে আর দিঘা, মন্দারমণি ঘুরতে আসবেন না বলে জানিয়েছেন। কিন্তু আচমকা ভাড়া বাড়ল কেন? পর্যটকরা বলছেন, ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ল্যান্ডফল করার পর দিঘার কী অবস্থা, সমুদ্রে নামতে না পারলেও জলোচ্ছ্বাস দেখতে অনেকেই ভিড় জমিয়েছেন। তার উপর সামনেই কালীপুজো। স্কুল, কলেজ রয়েছে ছুটি। ফলে সৈকত নগরীতে পর্যটকদের চাপ রয়েছে। এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছেন হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে জানিয়েছেন পর্যটকরা। হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনও এই বিষয়ে নীরব।

এটা ঘটনা, ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ল্যান্ডফল করতেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় পূর্ব মেদিনীপুরে। দিঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুরের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সমুদ্র রয়েছে উত্তাল। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ভারী (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথ্যে গল্প সাজিয়ে মারা হল, ক্ষোভে ফুঁসছে সামাউলের পরিবার ও পড়শিরা

প্রতিবেদন : ধুলিয়ানের বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল সামাউল হককে। মঙ্গলবার সামাউলকে গুলি করে মেরে দেয় পুলিশ। এই ঘটনা গোটা রাজ্যে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। তাঁর স্ত্রী রাজেদা বিবি এবার যা বললেন তাতে নতুন করে প্রশ্ন উঠল।গ্রেফতার হওয়ার পর বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন সামাউল। মঙ্গলবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের দাবি, সেই সময় আচমকা এক পুলিশকর্মীর পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালান সামাউল। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি করে সামাউলকে। তাতেই মারা যায় সামাউল। এদিকে, সামাউলের স্ত্রী রাজেদা বিবি জানিয়েছেন, গত সোমবারই ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে সামাউলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় সামাউল জানিয়েছিলেন, তাঁকে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হবে। মুক্তি পাবেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবারই পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন গুলি করে মারা হল সামাউলকে। এই খবরে ভেঙে পড়েছেন রাজেদা বিবি। বলেছেন, ও নির্দোষ ছিল। আমাকে সেই কথাই বলেছিল। জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রশ্ন উঠছে, তারপর কী হল? কেন মেরে ফেলা হল সামাউলকে। পুলিশের গুলিতে সামাউলের মৃত্যুর ঘটনার পরপরই স্থানীয় একটি হাসপাতালে যান রাজেদা। তিনি খবর পেয়েছিলেন সেখানেই নাকি তাঁর স্বামীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু

সেই হাসপাতালে সামাউলের কোনও খোঁজ পাননি তিনি। বুধবার সকালে নিয়ে রাজেদাকে পুলিশ জানায়, তাঁর স্বামীর দেহ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। রাজেদা আরও জানিয়েছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বামীকে আদালতে হাজির করানোর কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। পুলিশের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সামাউলের পরিবার ও পাড়া-পড়শিরা। এক আত্মীয়ের কথায়, সিআইডি ঘটনার তদন্ত করছিল। ঘটনাস্থলে এত বড় বড় অফিসার থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সামাউল বন্দুক ছিনিয়ে নিল? আর ছিনিয়ে নেওয়ার পর কেন অফিসাররা ওকে বাগে আনতে পারল না? মিথ্যে গল্প সাজিয়ে সামাউলকে গুলি করে মেরে ফেলা হল।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
29 October, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২৯ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

জঙ্গলমহলে বইমেলা। চলবে ৩০ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর। নামী-দামি প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও লিটল ম্যাগাজিন মিলিয়ে মোট ৪০টি স্টল থাকবে

কুনুরে ফের ভেসে উঠল মরা মাছ, প্রশাসনের দেখা নেই

প্রতিবেদন : পাঁচ দিনের ব্যবধানে ফের কুনুর নদীতে ভেসে উঠল মরা মাছ। তবে মঙ্গলবার শুধু মাছ নয়, নদীর জলে ভেসে উঠেছে সাপ ও বেশ কিছু জলচর পাখির মরদেহও। গত বৃহস্পতিবার নদীর জলে দূষণের জেরে প্রচুর মাছ মরে ভেসে ওঠার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সকালে ফের মরা মাছ ভেসে ওঠে। কুনুরের দূষণ নিয়ে আউশগ্রাম সহ স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। জোরালো হয়েছে নদীর দূষণের কারণ জেনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি। কিন্তু প্রশাসন নীরব। এক সপ্তাহ ধরে একই ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু দূষণ বন্ধের কোনও উদ্যোগই নেয়নি প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার আচমকা কুনুর নদীর জল কালো হয়ে যায়। জল থেকে ছড়াতে থাকে তীব্র দুর্গন্ধ। এরপর নদীর বিভিন্ন অংশে প্রচুর মরা মাছ ভেসে ওঠে। স্থানীয়রা ভিড় করেন নদীর ধারে। কিন্তু প্রশাসনের কারও দেখা মেলেনি। একদিন পর প্রশাসনের আধিকারিকরা হাজির হন। জলের নমুনা সংগ্রহ করেন। কিন্তু দূষণ কী কারণে তা এখনও জানা যায়নি। এর মধ্যে আবার মাছের মড়ক লাগল। বারবার একই ঘটনায় প্রশাসনের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। নদীর জল কেউ ব্যবহার করতে পারছেন না। মাছ ধরাও রয়েছে বন্ধ। পাঁচ দিনের মাথায় একই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় নদীর জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মঙ্গলবার সকালে ফের নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা যায় পাবদা, বোয়াল, ট্যাংরা সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের দেহ। ভেসে ওঠে সাপ ও কয়েকটি জলচর প্রাণীর দেহ। এদিকে, নদীতে প্রচুর মাছ মরে ভেসে ওঠার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মঙ্গলবারও মাছ ধরার আশায় নদীর বিভিন্ন ঘাটে ভিড় জমে স্থানীয়দের। জল দূষিত তবুও অনেকে নদীতে নেমে পড়েন মাছ সংগ্রহ করতে। প্রশাসনের কোনও আধিকারিককে সেখানে দেখা যায়নি। এদিকে, প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি ফের জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

উল্টো রুটে পড়ুয়া-বোঝাই পুলকার, হুঁশ নেই পুলিশের

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পুলিশ। দুর্গাপুর।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পড়ুয়াবোঝাই পুলকার ছুটছে জাতীয় সড়কের উল্টো রুটে। সঙ্গে উল্টো পথে যাতায়াত করছে বাইক ও সাইকেল। জাতীয় সড়কে এভাবেই ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে যাতায়াত। দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটে চলেছে। নজর নেই পুলিশের। অবশেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের চাপে পড়ে কড়া হতে বাধ্য হল পুলিশ। আটকানো হয় একাধিক বাইক ও সাইকেল, পুলকার, টোটো। তার পরেই কয়েকটি সাইকেলের হাওয়া খুলে দেওয়ার পাশাপাশি বাইক ও সাইকেল চালকদের কড়া ধমক দেয় পুলিশ। দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের অন্তর্গত আসানসোল থেকে বর্ধমানগামী জাতীয় সড়কের মেনগেট এলাকায় চলে এই অভিযান। একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়াবোঝাই পুলকারও উল্টো পথে যাতায়াত করছিল বলে অভিযোগ। যে গাড়ির ভিতরে রয়েছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা, সেই গাড়ি এভাবে উল্টো পথে চলাচল করায় তাদের নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

দাদুর লালসার শিকার নাবালিকা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ফের প্রতিবেশীর লালসার শিকার নাবালিকা। এবার ১০ বছরের নাবালিকাকে আটকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ। গ্রেফতার প্রৌঢ়। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে। নাবালিকা পরিবারের সদস্যদের কাছে বিষয়টা জানানোর পরেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই গ্রেফতার করা হয় ওই বৃদ্ধকে। জানা গিয়েছে ধৃতের নাম শিবাজি সাউ। বয়স ৭৪। তিনি দুর্গাপুরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে একা পেয়ে দুর্গাপুরের এ-জোন ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা শিবাজী সাউ ১০ বছরের এক নাবালিকাকে আটকে রাখেন। এরপর নাবালিকার পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয় এবং যৌন হেনস্থা চালানো হয়।

রক্তসংকট! হাসপাতালের অদ্ভুত যুক্তি

প্রতিবেদন : রক্তের ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। রোগীর রক্তের প্রয়োজন হলে রক্ত সংগ্রহ করে আনতে বলা হচ্ছে। না হলে ডোনার আনতে বলা হচ্ছে। রক্তের যে সংকট রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কারণ হিসেবে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে পুজোর সময় রক্তদান শিবির করা সম্ভব হয়নি। ফলে রক্তের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তবে সূত্রের খবর, অন্যান্যবার কিন্তু এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয়নি। প্রশ্ন উঠছে এবার কেন আগে থেকে পরিস্থিতির কথা ভেবে সতর্ক হওয়া গেল না। মহকুমা হাসপাতালে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার রক্ত সংকটের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, রক্ত নেই হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। রোগীর পরিবারের লোকদের বলে দেওয়া হচ্ছে রক্ত সংগ্রহ করে আনতে হবে। নয়ত ডোনার আনতে হবে। সাফাই হিসেবে বলা হয়েছে, প্রতি বছরই নাকি পুজোর সময় রক্তের সংকট দেখা দেয়। এই বছর সংকট তীব্র হয়েছে। পঞ্চমীর দিন নাকি শেষ একটি শিবির হয়েছে। এরপর একাদশী ও লক্ষ্মীপুজোর দিন একটি করে শিবির হয়েছে। তাতে যা রক্ত সংগ্রহ হয়েছে, তার প্রায় সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আশা, ১ নভেম্বর থেকে পরিস্থিতি নাকি স্বাভাবিক হবে।

এদিকে, হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত না পেয়ে রোগীর পরিবারের লোকেরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন। ক্ষোভ বাড়ছে যখন শুনতে হচ্ছে রক্ত নেই। নিজেরা জোগাড় করে আনুন। সরকারও এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি এখনও।

আচমকা আটকে গেল তাম্রলিপ্ত, সমস্যায় যাত্রীরা

লাইনে কারেন্ট নেই। আটকে পড়ল তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস।

প্রতিবেদন : স্থলভাগে আছড়ে পড়েছে অর্ণব। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। আর তাতেই দিঘা ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে গেল তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা হওয়ায় ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল দুই ঘণ্টার বেশি সময়। অনেক যাত্রীই হেঁটে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন।

জানা গিয়েছে গন্তব্যে পৌঁছনোর দু কিলোমিটার আগেই থমকে যায় ট্রেন বুধবার সকালে। অনেকেই মালপত্র নিয়ে নেমে পড়েন। টোটো ধরে দিঘা পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেন কেউ কেউ। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে হাওড়া থেকে দিঘার উদ্দেশে ছাড়ে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। সকাল ১০টা নাগাদ সেটি দিঘা পৌঁছনোর কথা। তবে দিঘা থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার আগে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়। নির্দিষ্ট লাইনে বিদ্যুৎ না পৌঁছনোয় ট্রেন এগোতে পারেনি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প পথে দিঘা পৌঁছনোর চেষ্টা করেন পর্যটকেরা। টোটোই ছিল ভরসা। কিন্তু সুযোগ পেয়ে টোটোচালকেরা ইচ্ছেমতো ভাড়া নিয়েছেন। প্রশাসনের কাউকে সাহায্যের জন্য পাওয়া যায়নি। এদিকে, লাইনে বিদ্যুৎ সমস্যার কথা শুনে রেল পুলিশের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে যান। দীর্ঘ সময় পর ট্রেন ছাড়ে।

নেশার টানে কল চুরি, প্রশাসন জেনেও নির্বিকার

প্রতিবেদন : পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামো রয়েছে। নিয়ম মেনে পাইপলাইনে জলও আসছে। কিন্তু সেই জল ধরে রাখার উপায় নেই। কারণ পাড়ায় পাড়ায় এবং গ্রামে গ্রামে পাইপলাইনের মুখে লাগানো কল চুরি হয়ে যাচ্ছে! ফলে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরেও অবিরাম জল বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বীরভূমের বিভিন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় এই সমস্যা দিনদিন বাড়ছে। কিন্তু প্রশাসনের হুঁশ নেই। চুরির হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

জানা গেছে, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের তরফে বিভিন্ন এলাকায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সেই জল সংগ্রহের জন্য পাইপের মুখে কল বসানো থাকে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই কল খুলে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। পুলিশ চোর ধরতে পারছে না। এতে যা হচ্ছে, কল না থাকায় জল সরবরাহ শুরু হলে তা আর বন্ধ করা যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহের পরেও অবশিষ্ট জল রাস্তায় বা নিকাশি নালায় বয়ে যাচ্ছে। জল অপচয় হচ্ছে। কল চুরির পিছনে অদ্ভুত কারণের কথা উঠে আসছে। স্থানীয় এলাকায় নেশা বৃদ্ধির প্রবণতা

বাড়ায় কল চুরি হচ্ছে। আগে পাইপলাইনে লোহাল কল বসানো হত। সেগুলি খুলে বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়ে নেশার সামগ্রী কেনা হত। চুরি আটকাতে পরে তুলনামূলক কম দামি প্লাস্টিকের কল বসানো শুরু হয়। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। সামান্য ১০ থেকে ২০ টাকার বিনিময়ে সেই কলও খুলে নেওয়া হচ্ছে। সস্তার কল লাগালে আবার সমস্যা। কম দামি কল কয়েক দিনের মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে বা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সরকারি বরাদ্দ নেই বলেই কল লাগানোর সমস্যা বলে জানা গিয়েছে। একটি বা দুটি কল বসানোর জন্য যে বরাদ্দ থাকে তা দিয়ে একাধিকবার নতুন কল লাগানো কার্যত অসম্ভব। জেলার প্রতিটি পাইপলাইনের মুখে পাহারা রাখাও সম্ভব নয়। সবটাই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে স্থানীয়দের ঘাড়ে।

দিল্লি দরবার

29 October, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

রাতে চলন্ত ট্রেনে মোবাইলে চার্জ দেওয়া যাবে না। অগ্নিকাণ্ড রুখতে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে রেল

জ্ঞানেশ-হঠাও ডাক ইন্ডিয়ার

টালবাহানার পর মিলল অনুমতি

নয়াদিল্লি : চাপে পড়ে মাথা নোয়াল মোদি সরকার। প্রথমে টালবাহানা করলেও দিল্লির রামলীলা ময়দানে ১ নভেম্বর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য হল দিল্লি পুলিশ। তবে সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে কর্মসূচি। নির্ধারিত সময়ের পর কোনওভাবেই সভা চালানো যাবে না। সমাবেশ শেষে দ্রুত ভিড় সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে উদ্যোক্তাদের। যা কিছুই শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হোক না কেন, মোদি-শাহর সরকার বুঝতে পেরেছিল, সভার অনুমতি না দিয়ে থামানো যাবে না ইন্ডিয়া জোটের গণ-আন্দোলন। বরং পরিস্থিতি আরও দ্রুত প্রতিকূল হয়ে উঠবে বিজেপির। নিশ্চিত হবে বিদায়। তাই প্রথম রাউন্ডেই ব্যাকফুটে মোদি সরকার। এদিকে, সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে বুধবার সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিকে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন করছেন। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও তুলেছে সিজেপি। ককরোচ নেতা ক্যাপশনে লিখেছেন, জ্ঞানু মাস্ট গো... দেশ সবার উপরে।

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে এই সমাবেশের ডাক দিয়েছে বিরোধী জোট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা সার নিয়ে আপত্তি জানানোর পাশাপাশি ভোট চুরির অভিযোগে সরব কংগ্রেস। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন তাঁরা। এই সমাবেশে ১০ লক্ষ মানুষের জমায়েত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দল। সেই লক্ষ্য পূরণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকদের দিল্লিতে আনার প্রস্তুতি চলছে।

সমর্থনে সিজেপি

সভা করার অনুমতি দিলেও একাধিক শর্ত দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। সমাবেশের নিরাপত্তা ও নজরদারির জন্য রামলীলা ময়দানের প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, মঞ্চ এবং আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় হাই-ডেফিনিশন সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে। পাশাপাশি, আলাদা কন্ট্রোল রুম এবং অন্তত পাঁচটি স্ক্রিন-সহ নজরদারির ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। সমাবেশের আগে বা পরে ময়দানে রাত কাটানো যাবে না। বাস, গাড়ি-সহ সব ধরনের যানবাহন রাখতে হবে ট্র্যাফিক পুলিশের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গায়। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি রামলীলা ময়দান থেকে অন্য কোনও গন্তব্যে মিছিল করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সমাবেশের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দলের বিভিন্ন শাখার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। দিল্লি কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন দলের কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন। এর আগে ৩০ অক্টোবর দিল্লির অশোক হোটেলে ইন্ডিয়া জোটের ২১টি দলের একটি কর্মসূচি করার পরিকল্পনা ঘিরে অনুমতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেখানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে প্রতীকী 'জনতার ইমপিচমেন্ট'-এর কর্মসূচি নেওয়ার কথা ছিল। সেই বিতর্কের পর এবার ১ নভেম্বরের সমাবেশকে ঘিরে বিরোধী শিবিরের প্রস্তুতি আরও জোরদার হয়েছে।

নিজের কেন্দ্রেই দর্পচূর্ণ মোদির

বারাণসীতে বিধান পরিষদ নির্বাচনে ধরাশায়ী বিজেপি

বারাণসী বিধান পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী দুই এসপি প্রার্থী লালবিহারী যাদব এবং আশুতোষ সিনহা।

বারাণসী: নিজের কেন্দ্রেই দর্পচূর্ণ প্রধানমন্ত্রী মোদির। যোগীরাজ্যে বিধান পরিষদ নির্বাচনে বারাণসীতে বড় ধাক্কা খেল বিজেপি। বারাণসীর শিক্ষক আসনে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী লালবিহারী যাদবের কাছে ধরাশায়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী প্রমোদ মিশ্র। ৪৮৯৮ ভোটে। বারাণসী স্নাতক আসনে সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী আশুতোষ সিনহা গো-হারা হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কেদারনাথ সিংকে। অর্থাৎ বারাণসীর দুটো আসনেই বিরোধীদের কাছে কুপোকাত বিজেপি। শুধু এই আসনেই নয়, এলাহাবাদ-ঝাঁসির স্নাতক আসনও নিজেদের দখলে রেখেছে এসপি। লখনউ স্নাতক আসনেও মোদির দলকে অনেক পিছনে ফেলে নিশ্চিত জয়ের পথে সমাজবাদী পার্টি। স্বাভাবিকভাবেই গভীর অস্বস্তিতে খোদ প্রধানমন্ত্রী। কারণ বারাণসী যে বিজেপির আদৌ দুর্ভেদ্য দূর্গ নয় তা প্রমাণিত হল আবার।

সামনের বছরের গোড়াতেই বিধানসভা নির্বাচনের কথা উত্তরপ্রদেশে। তার আগেই বিরোধীদের কাছে মোদির দলের বিপর্যয় নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী লালবিহারী যাদব যেখানে ১০,৯৫৮ ভোট পেয়েছেন, বিজেপির প্রমোদ মিশ্র সেখানে পেয়েছেন মাত্র ৬,০৬০ ভোট। ব্যবধানটা গভীর অর্থবহ। বারাণসীর ফল নিঃসন্দেহে বিজেপির জন্য একটা বড় সতর্কবার্তা। এবং সমাজবাদী সুপ্রিমো তথা গোটা বিরোধীপক্ষের মনোবল বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে এই ফল।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্বাচনের গুরুত্ব শুধুমাত্র বিধান পরিষদের কয়েকটি আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের ভোটারদের মনোভাব বোঝার ক্ষেত্রে এই বিধান পরিষদ ভোটের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঘটনা, গত কয়েকবছরে বারাণসীতে বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে, মোদির বিরুদ্ধে তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের মানুষের ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে। তারই ইঙ্গিত মিলল বিধান পরিষদ নির্বাচনের ফলে। প্রধানমন্ত্রী মোদির সংসদীয় এলাকায় বিজেপির পরাজয় বিরোধীদের কাছে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিল।

অর্ণবের দাপটে কাঁকিনাড়ায় হার মানল হোপ আইল্যান্ডও

কাঁকিনাড়া (অন্ধ্রপ্রদেশ) : হোপ-আইল্যান্ড। সমুদ্রের ঝড়ের তাণ্ডব থেকে সুরক্ষার আশা জাগায় এই দ্বীপ। অন্ধ্রের বন্দর-শহর কাঁকিনাড়া থেকে সমুদ্রতটে পৌঁছানোর আগেই দক্ষিণ-পশ্চিমে চোখে পড়ে এক স্বল্পবিস্তৃত সবুজদ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের বুকে ছোট এই দ্বীপটির আকৃতি অনেকটা ব্যাঙাচির মতো। সেখানে সবুজ বনানীর বড় অংশই কিন্তু জন্ম নিয়েছিল প্রাকৃতিকভাবেই। দফায় দফায় বৃক্ষরোপণও করা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। কাঁকিনাড়া শহরকে সামুদ্রিক ঝড় থেকে বারেবারে রক্ষা করেছে এই দ্বীপ-বনানি। কাজ করেছে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে। কাছেই বিপন্ন সামুদ্রিক কচ্ছপ লুপ্তপ্রায় অলিভ রিডলির প্রজননভূমি। সেই হোপ-আইল্যান্ডও যেন হার মানল অর্ণবের কাছে। ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা কিছুটা রুখে দিতে পারলেও অর্ণবের দাপট থেকে কিন্তু এবারে বন্দর শহর এবং লাগোয়া অঞ্চলকে সেভাবে রক্ষা করতে পারল না সমুদ্রের ওই দ্বীপের বনভূমি। ঝড় আর সমুদ্রের

জলোচ্ছ্বাসে প্রায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল মন্দির-শহর কাঁকিনাড়া। গভীর সমুদ্রবন্দর এবং মৎস্যবন্দরও বিধ্বস্ত। গোটা অন্ধ্রপ্রদেশে অর্ণব এখনও পর্যন্ত প্রাণ কেড়েছে অন্তত ৬ জনের।

মঙ্গলবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়ার খুব কাছেই পুদুচারির ইয়ানাম লাগোয়া অঞ্চলে শুরু হয় অর্ণবের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া। হাওয়ার বেগ ছিল ১২৫-১৩৫ কিমি, কোথাও আবার ১৫০কিমি। মৌসম ভবন জানাচ্ছে, মঙ্গলবার রাত দুটো থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের বেগ ছিল ১৩৫ কিমি পর্যন্ত। এই ধাক্কাটাই সরাসরি এসে লাগে কাঁকিনাড়ায়।

মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখানকার বিখ্যাত উপ্পাদা বিচ রোড। রাস্তা এবং নিচু এলাকায় সমুদ্রের জল ঢুকে পড়েছে ঘরবাড়িতে। বুধবার সকালে চোখের সামনে অদ্ভুত দৃশ্য। একের পর এক মোটরবাইক ঝড়ের দাপটে শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ছে জলে। তারপরই অদৃশ্য। উপড়ে পড়ছে প্রচুর গাছ, বিদ্যুতের পোস্ট। শয়ে শয়ে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বেশ কয়েকজনকে আর্তকণ্ঠে বলতে শোনা গেল, আমাদের শেষ সম্বল বলতে পরনের পোশাকটুকুই। বন্দরের সমস্ত রকম বাণিজ্যিক লেনদেন। নোঙ্গর বন্দর এবং মৎস্য বন্দরও আপাতত স্তব্ধ। শুধু কাঁকিনাড়া নয়, ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত অন্ধ্রের বাপাতলা এবং বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী জেলাগুলোও। ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি ছিল ডক্টর বি আর আম্বেদকর কোনাসীমা জেলা। সরকারি তথ্যের দাবি, শুধু এই জেলাতেই উপড়ে গিয়েছে ৬,০০০ বিদ্যুতের খুঁটি।পুরো জেলা অন্ধকার। ভেঙে পড়েছে প্রচুর ঘরবাড়ি। মছিলিপত্তনম ও বিশাখাপত্তনমেও প্রচুর গাছ উপড়ে অবরুদ্ধ গলি থেকে রাজপথ। বিশাখাপত্তনম শহরের বেশ কিছু জায়গায় এবং আবাসনে জল জমে বন্যা পরিস্থিতি। রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে শ্রীকাকুলামে। বুধবার সকালের কয়েকঘন্টা বৃষ্টিতেই নদীর জল বইছে ব্রিজের উপর দিয়ে।

দক্ষিণ ওড়িশার গোপালপুর অন সি, ছত্রেপুর অন সি-র মতো বন্দর এবং পর্যটন কেন্দ্রও ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিধ্বস্ত। পুরী এবং চাঁদিপুরেও আছড়ে পড়েছে বিশাল বিশাল ঢেউ।

জাগোবাংলা
আমাদের অনুভূতি পক্ষে সওয়াল

বুধবার সকালে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল স্পেন। দেশের মধ্যাঞ্চলীয় টোলেডো প্রদেশের মোরা এবং ওরগাজ শহরের কাছে দুটি হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি তীব্র সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪৬ জন যাত্রী

দেশ বিদেশ

ভোটার তালিকায় নাম তোলা, বাদের ফর্ম বদলাতে পারে না কমিশন

জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: ভোটার তালিকায় নাম তোলা, বাদ দেওয়া অথবা সংশোধন করার ফর্ম পরিবর্তন করতে পারে না নির্বাচন কমিশন। বুধবার দিল্লির এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানিতে এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, যাঁদের নাম আগে ভোটার তালিকায় ছিল, তাঁদের কেন ফর্ম ৬ পূরণ করে নতুন করে নাম তুলতে বলা হচ্ছে? শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, ফর্ম ৬ পূরণ করে নতুন ভোটাররাই শুধুমাত্র নাম তুলতে পারেন।

প্রসঙ্গত, ফর্ম ৬ পূরণ করে যেমন নাম তোলা যায়, তেমনই ফর্ম ৭ পূরণ করে ভোটার তালিকায় থাকা কোনও নাম বাদের আর্জি জানানো যায়। আর ফর্ম ৮ পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম-ঠিকানা সংশোধনের আবেদন করা যায়। সুপ্রিম কোর্টে বুধবার জানিয়েছে, এই তিনধরনের ফর্ম বদলের কোনও এক্তিয়ার নেই নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরনো ভোটারদেরও ফর্ম ৬ পূরণ করতে বলছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, আগে ভোটার তালিকায় নাম ছিল, এখন নেই— এমন ভোটারদের জন্য বিকল্প পথ বার করতে হবে। তাঁদের নতুন ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। প্রসঙ্গত, এবার এসআইআরের সময় নতুন ভোটারদের ফর্ম ৬-এর সঙ্গে দেওয়া অতিরিক্ত ঘোষণাপত্রে জানাতে হয়েছে, আগের এসআইআরে তাঁদের নিজের, বাবা-মা বা পিতামহ বা পিতামহীর নাম ছিল কি না। তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ ওঠে, এতে বৈধ ভোটারদের নামও বাদ পড়তে পারে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন প্রকাশের পর যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এদিকে আনম্যাপ্ ড এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে দিল্লিতে যাঁরা নোটিশ পেয়েছিলেন, তাঁদের অন্তত ৯৪ শতাংশের নাম জোড়া হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অশোক কুমার।

বাঁধের সমীক্ষা ঘিরে সংঘাত, অরুণাচলে আধাসেনা মোতায়েন

সিয়াং : অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং উপত্যকায় প্রস্তাবিত মেগা বাঁধ প্রকল্পকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যের তিনটি জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

এই বিক্ষোভের কেন্দ্রে রয়েছে সিয়াং নদীর উপর প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট। এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ও বিভিন্ন সংগঠন। তাঁদের আশঙ্কা, বাঁধ নির্মাণ হলে বহু গ্রাম, কৃষিজমি ও বসতি জলের তলায় চলে যেতে পারে। বিপন্ন হতে পারে আদিবাসী আদি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গত ২৩ অক্টোবর পাসিঘাটে বিক্ষোভ চলাকালীন সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে পুলিশের দাবি। এই ঘটনায় আটটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি অসম পুলিশের তিনটি ব্যাটালিয়নও মোতায়েন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক সমীক্ষা নিয়েও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পুলিশের দাবি, কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা সমীক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। তবে আন্দোলনকারীদের একাংশের প্রশ্ন, যখন তাঁরা বাঁধ নির্মাণেরই বিরোধিতা করছেন, তখন সমীক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা কী? অন্যদিকে, তিব্বতে ইয়ারলুং সাংপো নদীর উপর চিনের বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনাও ভারতের কৌশলগত উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ফলে সিয়াং প্রকল্প ঘিরে উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনজাতির অধিকার— তিনটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসন নিরাপত্তা জোরদার করলেও স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনাই ভরসা।

দুর্নীতি ফাঁস করতেই বিজেপি নেতার উপর চড়াও বিধায়ক

(প্রথম পাতার পর) বিজেপি বিধায়কের হামলা। রাজ্যের শাসকদল কোন পর্যায় এসে পৌঁছেছে, তার প্রমাণ এই ঘটনা। তৃণমূল-সহ বিরোধীরা এতদিন বিজেপি আর পুলিশের যৌথ নেতৃত্বে হামলার কথা বলত। এখন প্রকাশ্যে বলছে বিজেপি নেতারাই।

আতঙ্কিত বিজেপি নেতা ধ্রুবজ্যোতি বলছেন, যে কোনও মুহূর্তে আমার ব্যবসা, কাকার ব্যবসা, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে পরিকল্পিত প্রাণঘাতী হামলা হতে পারে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার দোকানের শাটার নামিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ তোলা হয় জাল ওষুধ বিক্রি করার। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম বলেই আমার ওপর হামলা চালানো হচ্ছে।

ধ্রুবজ্যোতির অভিযোগ, বুধবার দুপুরে ধান্ডাবাগ মোড়ের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মৃতিভবনে একটি বড়সড় বৈঠক হয়। তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জনের জমায়েত হয়েছিল। এর পরেই তাঁর আশঙ্কা, হামলা চালানো হবে। দুর্গাপুর পশ্চিমের তাঁর অভিযোগের আঙুল লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ঘনিষ্ঠবৃত্তে থাকা দুষ্কৃতীদের দিকে। নিজের নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ধ্রুবজ্যোতি। তাঁর দাবি, নিজের বক্তব্য নথিবদ্ধ করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বা তাঁর পরিবারের কারও কোনও ক্ষতি হলে, এমনকী তাঁর মৃত্যু হলেও, তার দায় বর্তাবে লক্ষ্মণ ঘড়ুই ও তার গুন্ডাবাহিনীর উপর।

গাইঘাটা-সামশেরগঞ্জ

(প্রথম পাতার পর)

মা রেখা দাসের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য সোমবার রাতে যখন প্রহ্লাদকে বাড়িতে আনা হয়েছিল, তখন তার হাত বাঁধা ছিল। হাত বাঁধা থাকলে, ছেলে কীভাবে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিল? আর কীভাবেই বা গুলি চালাল? ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচার দাবি করলেন তিনি। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন রেখা দাস।

পুলিশের গুলিতে নিহত প্রহ্লাদের পরিবারের দাবি, তাদের ছেলে অপরাধ করে থাকলে আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হোক। কিন্তু পুলিশ বিনা বিচারে কীভাবে গুলি করতে পারে? সমর্থন করতে পারছে না পরিবার।

প্রহ্লাদের মা রেখা দাস বলেন, আমরা বারবার থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ যে গুলি করে ছেলেকে শাস্তি দেবে, সেই ঘটনা এখনও মেনে নিতে পারছি না। রাত ২টোর সময় পুলিশ যখন তাঁদের ছেলেকে বাড়িতে আনল, তখন ওর হাত বাঁধা থাকতে দেখেছি। সঙ্গে পাঁচ জন পুলিশ অফিসার ছিল। তা হলে কী করে পিস্তল বার করে গুলি করবে সে? আপনারা একটু ভেবে দেখুন তো!

প্রহ্লাদের মা আরও জানান, পুলিশ কিছু খতিয়ে না দেখেই তাঁদের ছেলেকে মেরে ফেলল। ছেলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পরেই শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। প্রহ্লাদের বাবা রামপ্রসাদ দাসও বলেন, বিচারই হল না! এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।

১০০ নম্বরে ভারত! ক্ষুধা ও অপুষ্টির উদ্বেগজনক ছবি

গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২৬

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স বা জিএইচআই) ১২২টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০০তম। জার্মান সংস্থা 'ওয়েল্টহাঙ্গারহিলফে' এবং আইরিশ সংস্থা 'কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড', তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ল অফ পিস অ্যান্ড আর্মড কনফ্লিক্ট (আইএফএইচভি) এবং সুইজারল্যান্ডের সংস্থা হেলভেটাসের যৌথ উদ্যোগে এই সূচকটি প্রকাশিত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৪.১ স্কোর নিয়ে ভারত এখনও 'গুরুতর' ক্ষুধা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা মোদি সরকারের সাফল্যের বাগাড়ম্বর নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। ১৯.২ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ 'সহনীয়' ক্ষুধা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৮ সালের ২০ স্কোর থেকে কিছুটা উন্নতি করে ঢাকা এই অবস্থানে পৌঁছেছে। সূচকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে অপুষ্টির হার ৮.২ শতাংশ, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের স্টান্টিং (উচ্চতা কম থাকা) ২৪ শতাংশ, কৃশতা বা ওয়েস্টিং (উচ্চতার তুলনায় ওজন কম) ১২.৯ শতাংশ এবং শিশুমৃত্যুর হার ৩.০ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৯.৮ শতাংশই অপুষ্টির শিকার এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ২৯.৩ শতাংশের উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়া ভারতে শিশুদের কৃশতা বা উচ্চতার তুলনায় ওজন কম হওয়ার হার বেড়ে ১৯ শতাংশে পৌঁছেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। আগের সূচকে এই হার ছিল ১৬.৯ শতাংশ। ক্ষুধাহ্রাসের গতিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। সমগ্র

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের স্কোর ২৩.৫ এবং এখানকার শিশুদের কৃশতাক্রান্ত হওয়ার গড় হার ১৫.৮ শতাংশ, যা বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় সবাধিক। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি এখনও আশঙ্কাজনক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলের অনেক দেশেই অগ্রগতি থমকে গেছে। ২০১৮ সালের তুলনায় পাকিস্তানসহ দুটি দেশে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। অন্যদিকে নেপাল অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পরিস্থিতির নামমাত্র উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশ্ব, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুধার মাত্রা নিয়মিত পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করতে জিএইচআই ব্যবহার করা হয়। চারটি প্রধান সূচকের ভিত্তিতে এই স্কোর নির্ধারণ করা হয় : অপুষ্টি (পর্যাপ্ত ক্যালোরি না পাওয়া জনসংখ্যার হার), চাইল্ড স্টান্টিং (দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির কারণে পাঁচ বছরের কম বয়সী যেসব শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম), চাইল্ড ওয়েস্টিং (তীব্র অপুষ্টির কারণে যেসব শিশুর ওজন উচ্চতার তুলনায় কম) এবং শিশু মৃত্যুর হার (অপর্যাপ্ত পুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুর হার)। পদ্ধতিগত কারণে বিভিন্ন বছরের প্রকাশিত রিপোর্টের স্কোর সরাসরি তুলনাযোগ্য নয়। তাই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে এই বছরের প্রতিবেদনে সর্বাধুনিক তথ্য ও সংশোধিত পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০০০, ২০০৬, ২০১২ এবং ২০১৮ সালকে রেফারেন্স বছর হিসেবে ধরে স্কোরগুলি দেখানো হয়েছে।

কাছে দূরে

29 October, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

কাঠমান্ডু শহরে বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত পশুপতিনাথ মন্দির। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ও প্রাচীনতম পবিত্র তীর্থস্থান। ঘুরে আসতে পারেন

কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত পোখরা। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আছে পাহাড়, জলপ্রপাত, হ্রদ। এ-ছাড়াও আছে মন্দির, প্যাগোডা, গুহা। পেতে পারেন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ঘুরে আসুন পোখরা

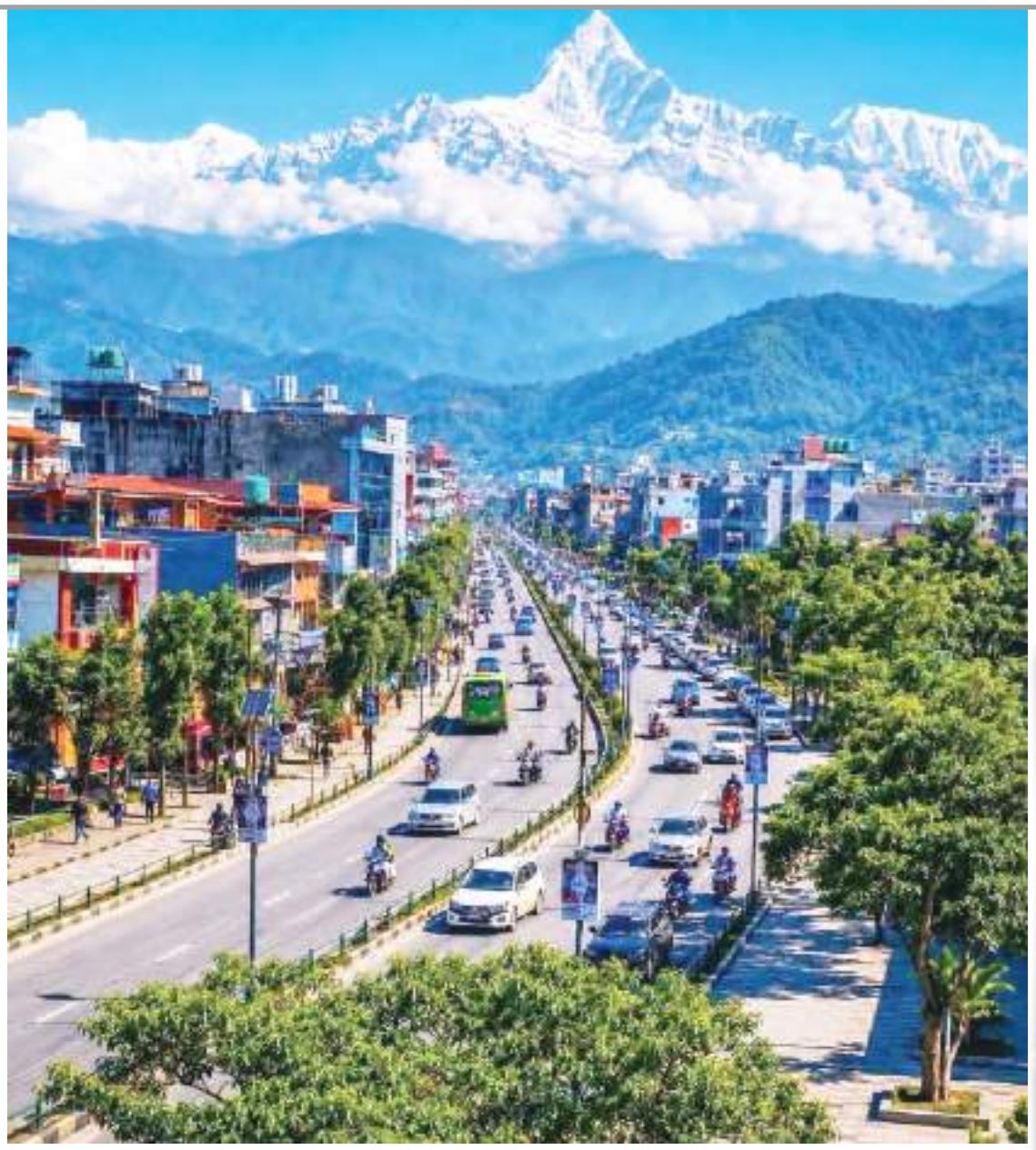

নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পোখরা। অন্নপূর্ণা পর্বতমালা ভ্রমণের প্রধান প্রবেশদ্বার। কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও হিমালয়ের সান্নিধ্যের জন্য 'নেপালের রানি' বলা হয়। বেড়ানোর জন্য আদর্শ জায়গা।

পোখারার সেরা আকর্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম ফেওয়া হ্রদ। বহু পর্যটক এখানে নৌবিহার করেন। জলের উপর দিয়ে ভেসে চলার সময় হ্রদের জলে বিশাল পর্বতমালার ছায়ার প্রতিফলন উপভোগ করা যায়, যা হ্রদটিকে এক স্বপ্নময় রূপ দেয়। হাইকিং করার সময় নৌকায় জলের ছিটা পড়ার শব্দ খুবই উপভোগ্য।

পোখারার হ্রদের মাঝের একটি ছোট দ্বীপে আরেকটি সেরা আকর্ষণ হল সুন্দর তালবরাহী মন্দির। পোখারার বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা অনেকেই পরিদর্শন করেন। উপত্যকার পটভূমিতে অবস্থিত প্যাগোডাটি সাদা এবং ঝলমলে। প্যাগোডায় পৌঁছানোর পর বোঝা যায়, চারপাশের পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত।

পোখরায় প্যারাগ্লাইডিং অভিযান অসাধারণ এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দেয়। যখন উপত্যকার উপর দিয়ে মসৃণভাবে ভেসে যাবেন, মনে হবে কোনও স্বর্গে আছেন। নীচে সবুজ পাহাড় ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে আছে এবং হ্রদগুলি মাটিতে রত্নগুলির মতো ঝলমলে, যা সুন্দর দৃশ্য প্রতিফলিত করে। প্রতিটি বাঁক ও মোড় পোখারার সৌন্দর্যের এক নতুন রূপ দেখায়, যেন পৃথিবী আপনার সঙ্গে তার গোপন কথা ভাগ করে নেয়।

ঘুরে দেখতে হবে বাদুড়ের গুহা, যা চামেরি গুফা নামেও পরিচিত। পোখারার এই গুহাগুলো ঘুরে দেখার সময় প্রাচীন গুহা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সন্ধানে মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন। গুপ্তেশ্বর গুহা এমনই একটি জায়গা, যা কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে চাইবেন না। এখানে চুনাপাথরের তৈরি চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য দেখতে পাবেন, যা নির্মাণ করতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে। এছাড়াও রয়েছে একটি জলপ্রপাত, যা এক স্নিগ্ধ শব্দ তুলে গুহার ভেতরে বয়ে চলে। গুহার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সিলিং থেকে ঝুলন্ত সুঁচালো স্তম্ভ-সহ গোপন কক্ষগুলো এবং মাটি থেকে বেরিয়ে আসা স্তম্ভগুলো দেখতে পাবেন। বাদুড় গুহাটি অন্ধকারে উড়ে বেড়ানো বাদুড়ে পরিপূর্ণ। এটা বেশ মজাদার।

নেপালের রানি : পোখরা

অসাধারণ জায়গা সারাংকোট। এখান থেকে সূর্যোদয় দেখতে দারুণ লাগে। সূর্যোদয়ের আগেই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পৌঁছে যেতে হবে। ধীরে ধীরে যখন সূর্য উঠতে শুরু করে, তখন জাদুর মতো মনে হয়। আকাশে ছড়িয়ে পড়ে গোলাপি, কমলা, সোনালি রং। মেঘগুলো অবাস্তব মনে হয়। পাহাড় এবং তার চারপাশের পুরো এলাকা শান্ত এবং সুন্দর দেখায়। দেখতে পাবেন, চারপাশের পৃথিবী জেগে উঠতে শুরু করেছে। মায়াবী পরিবেশে পাখির কিচিরমিচির এবং পাতার কলকল শব্দ উপভোগ করতে পারেন। অন্নপূর্ণা পর্বতমালার রাজকীয় শৃঙ্গগুলো অপূর্ব আকাশরেখার বিপরীতে আরও বড় বলে মনে হয়।

পাতলে ছাঙ্গো একটি জলপ্রপাত। যত কাছে যাবেন, ততই তীব্র জলরাশির শব্দ শুনতে পাবেন, যা মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য আকৃষ্ট করবে। হাজার হাজার বছর ধরে পাথর ক্ষয় করে আসা পারদি খোলা নদী দ্বারা সৃষ্ট এই জলপ্রপাত দেখায় যে প্রকৃতি কতটা শক্তিশালী এবং সুন্দর হতে পারে।

পোখরায় মাউন্টেন বাইকিং নেপালের একটি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। পোখরা পর্বতমালার বন্য জঙ্গল এবং মনোরম গ্রামগুলো ঘুরে দেখতে চাইলে, মাউন্টেন সাইক্লিংয়ের সাহায্য নেওয়া যায়। তার জন্য অবশ্যই একজন দক্ষ চালক হতে হবে।

অবশ্যই পরিদর্শন করবেন পোখরার আন্তর্জাতিক পর্বত জাদুঘর। এখানে ঘুরে বিখ্যাত পর্বতারোহীদের সম্পর্কে জানতে পারবেন। ঘুরে বেড়ানোর সময় পুরানো সরঞ্জাম, চিত্রকর্ম এবং বাস্তব গ্যাজেটের মতো জিনিস আবিষ্কার করতে পারবেন। অবশ্যই ঘুরে দেখবেন স্থানীয় বাজার, স্বাদ নেবেন স্থানীয় খাবারের। নভেম্বরে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে। এটাই পোখরা ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সময়। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

চামেরি গুফা

বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা

ফেওয়া হ্রদ

তালবরাহী মন্দির

কীভাবে যাবেন?

কলকাতা থেকে বিমানে প্রথমে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু পৌঁছাতে পারেন। এরপর কাঠমান্ডু বিমানবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ মিনিটে সরাসরি পোখরা বিমানবন্দরে পৌঁছে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

পোখরায় আছে বেশকিছু হোটেল এবং গেস্ট হাউস। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। নেপাল বিদেশ হলেও, ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট এবং ভিসা লাগে না। তবে সঙ্গে রাখবেন আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদি পরিচয়পত্র।

জাগোবাংলা
প্রথম সারির সংবাদপত্র

কেপ টাউন টেস্টে বিধ্বংসী স্টার্ক, সঙ্গী কামিন্স

মাঠে ময়দানে

29 October, 2026 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৯ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

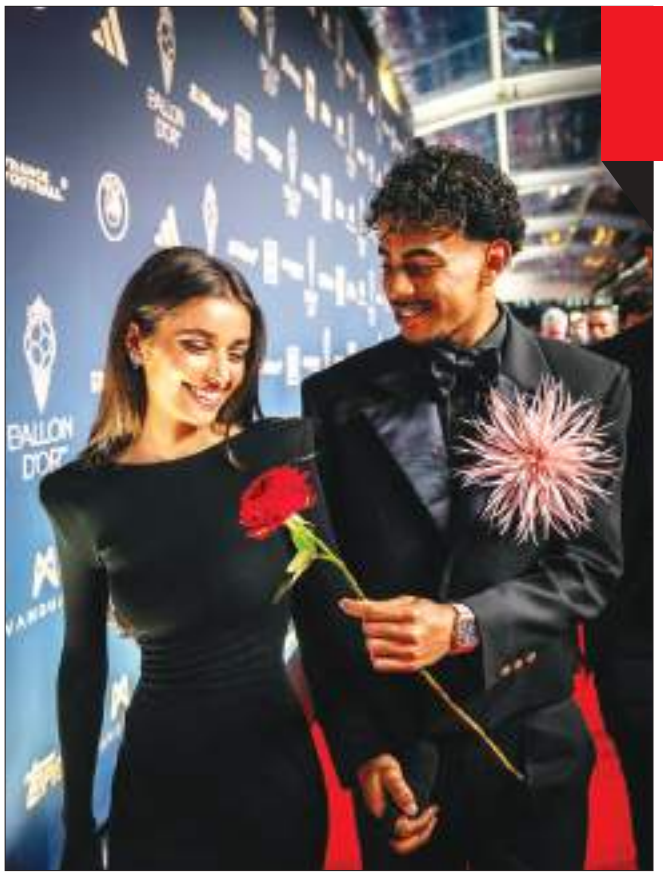

ব্যালনের মঞ্চে বান্ধবীর সঙ্গে খুনসুটিতে ইয়ামাল।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-২০ খেলতে অভিষেক শর্মারা পৌঁছলেন অকল্যান্ডে।

রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরের জার্সি গায়ে রিয়াল মাদ্রিদের দিওমান্দে।

গল্ফ কার্টে স্ত্রী জর্জিনার সঙ্গে খোশমেজাজে রোনাল্ডো।

ব্যালন ডি'অর জয়ী হ্যারি কেনকে বিমানে অভিনন্দন বায়ার্নের ফুটবলারদের।

ওমানে আল সিবের বিরুদ্ধে জয়ের আশায় গ্যালারিতে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা।

আগের ম্যাচের হার ভুলে প্রস্তুতিতে ফুরফুরে লিয়ো মেসি।

আইএসএলে ফের পয়েন্ট নষ্ট গোয়ার। দিল্লির সঙ্গে ১-১ ড্র

প্রদীপ্তের ঘূর্ণিতে জয়ের হাতছানি

প্রতিবেদন : তিরুঅনন্তপুরমে কের-বাংলা ম্যাচের তৃতীয় দিন মোট ১৮ উইকেট পড়ল। রঞ্জি মরশুমের শুরুতেই জয়ের হ্যাটট্রিকের হাতছানি বাংলার সামনে। বুধবার তৃতীয় দিনের শেষে যথেষ্ট সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা। কিন্তু সাত পয়েন্টের আশা শেষ। আসতে পারে ৬ পয়েন্ট। তৃতীয় দিন ১০১-৬ থেকে শুরু করে কেরল। প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনের দাপটে ১৪১ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের প্রথম ইনিংস। ফলো-অন না করিয়ে নিজেরাই দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা অল আউট হয় ১৯৮ রানে। প্রথম ইনিংসে ২০৯ রানের লিড থাকায় কেরলের সামনে বাংলা জয়ের টার্গেট রাখে ৪০৮ রানের। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে কেরল করেছে ৪ উইকেটে ৫৩ রান। চারটি উইকেটই নিয়েছেন বাংলার বাঁ-হাতি স্পিনার প্রদীপ্ত। বুধবার সকালে কেরলের প্রথম ইনিংসের বাকি চার উইকেটের মধ্যে তিন উইকেটই নেন প্রদীপ্ত। একটি রান আউট। দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁর ঘূর্ণিতে দিশাহারা কেরলের ব্যাটাররা। চতুর্থ দিন ৩৫৫ রান করতে হবে কেরলকে। হাতে ৬ উইকেট। বাংলার স্পিন বিভাগ এবং মহম্মদ শামির উপর নির্ভর করছে দল। আর ৬ উইকেট তুলে নিতে পারলেই মরশুমে টানা তৃতীয় জয় নিশ্চিত করবে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। স্পিনাররাই ভেল্কি দেখাচ্ছেন ম্যাচে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ব্যাটাররাও সমস্যায় পড়েন স্পিনের বিরুদ্ধে।

দুই ইনিংসেই বল হাতে দাপট প্রদীপ্তের। রঞ্জি ম্যাচে বুধবার।

কেরলের অভিজ্ঞ স্পিনার-অলরাউন্ডার জলজ সাক্সেনা একাই ৫ উইকেট নেন। তার মধ্যেও অধিনায়ক অভিমন্যু (৪৭), সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (৩৪) ও শামির (২৬) গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসের জন্য কেরলের সামনে বড় লক্ষ্য রাখতে পারে বাংলা।

দামি সোফি, দল পাননি বাংলার ৩

কোচি, ২৮ অক্টোবর : ডব্লিউপিএল নিলামে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক সোফি মোলিনুকে ১.১ কোটি টাকায় কিনল ইউপি ওয়ারিয়র্স। ভারতীয় অলরাউন্ডার স্নেহ রানার জন্য তারা খরচ করেছে ৩০ লক্ষ টাকা। অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার গ্রেস হ্যারিসকেও ৩০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে ইউপি। তবে সোফির পরেই সর্বোচ্চ দর পেলেন কিরন নভগিরে। ৭৫ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লি দলেই সুযোগ পেয়েছেন বৈভব সূর্যবংশীর মতো ১৫ বছরের ক্রিকেটার উমা কাশ্যী। এবার মেয়েদের আইপিএলে এই ক্রিকেটারের দিকে নজর থাকবে সবার। আশ্চর্যজনকভাবে নিলামে অবিক্রিত থাকলেন বাংলার ক্রিকেটারেরা। তিতাস সাধু, সুজাতা দে, সাইকা ইশাকরা দলই পেলেন না। তিতাস বা সাইকার চেয়েও সুজাতার দল না পাওয়াটা বেশ অবাক করার মতো। মরশুমের প্রথম ম্যাচে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন তিনি।

ডব্লিউপিএল

এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া

কেপ টাউন, ২৮ অক্টোবর : শেষ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে অনেকটাই সুবিধাজনক জায়গায় অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটসম্যানদের দৌলতে দিনের শেষে একরানের লিড নিয়ে শেষ করল অজিরা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২৯ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর বুধবার সকালে ব্যাট করতে নেমে ম্যাট রেনশ এবং ট্রাভিস হেড শুরুটা ভালই করেন। কিন্তু ৪১ রান করে হারমারের বলে আউট হয়ে ফিরে যান হেড। এর কিছুক্ষণ পরই লাবুশেনকে শূন্য রানে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ঝটকা দেন হারমার। মাত্র ৫৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু রেনশ (৭৪) এবং গ্রিন (৬৫) মিলে ধীরে-ধীরে স্কোর এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। পরে তাঁরা দু'জনই মার্কো জানসেনের শিকার হন। টেস্ট ক্রিকেটে ১০০ উইকেটের গণ্ডি পার করেন এই প্রোটিয়া অলরাউন্ডার। পরবর্তীতে জশ ইংলিস (৮৫) এবং অ্যালেক্স ক্যারির (৫১) অপরাজিত অর্ধশত রান অজিদের সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

শিল্ড জয়ের উৎসবে আশ্বাস পানোসদের

প্রতিবেদন: আইএসএলে ঘরের মাঠেই মোহনবাগানের পারফরম্যান্স নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। তার মধ্যেই ক্লাব মাঠে হয়ে গেল আইএফএ শিল্ড জয়ের সেলিব্রেশন। বুধবার দুপুরে মোহনবাগান ক্লাবের লনে পতাকা উত্তোলন করে শিল্ড জয় উদযাপন করা হল। পতাকা তোলেন কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস এবং অধিনায়ক শুভাশিস বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বোস। পানোস ও শুভাশিস ছাড়াও ছিলেন ফুটবলার সুহেল ভাট। পানোস, শুভাসিস, সুহেলের হাতে মিষ্টির হাড়ি তুলে দেন ক্লাবের দুই শীর্ষকর্তা। কলকাতা তথা বাংলার সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া মোহনবাগানের গ্রিক কোচ রীতিমতো হাতজোড় করে অভিবাদন গ্রহণ করে মন জয় করে নিয়েছেন। কিন্তু মাঠে তাঁর রণকৌশল মন জিততে পারছে না সমর্থকদের। কোচের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার ঘরের মাঠেই পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ বাগানের। তার আগে শিল্ড জয়ের উৎসবে এসে পানোস বললেন, অনুষ্ঠানের অঙ্গ হতে পেরে দারুণ লাগছে। শিল্ড জয় অতীত। আমাদের লক্ষ্য এখন আইএসএল এবং লিগ-শিল্ড খেতাব। আশা করছি, পরের ম্যাচগুলিতে আমরা আরও ভাল ফুটবল উপহার দেব। অধিনায়ক শুভাশিস বলেছেন, আমরা মরশুমে কলকাতা লিগ ও শিল্ড জিতেছি। এবার আইএসএলেও দ্বিমুকুট জিততে চাই। বুধবার যুবভারতীতে পাঞ্জাব ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে মোহনবাগান। এদিন মূলত রিকভারি সেশন ছিল। আপুইয়া ও মিগুয়েল অনুপস্থিত ছিলেন। তবে জেমি ম্যাকলারেন এদিন দলের সঙ্গে ট্রেনিং করেছেন।

পতাকা উত্তোলন করছেন পানোস ও শুভাশিস। বুধবার।

ক্লান্তিকে দায়ী করলেন হাবাস

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ প্রথম দুই ম্যাচে যে আগ্রাসী ফুটবল খেলে সমর্থকদের মন জিতে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল, তার লেশমাত্র ছিল না মঙ্গলবার ওমানের মাটিতে আল সিবের বিরুদ্ধে লাল-হলুদের ফুটবলে। আকে লোবারা সহজ সুযোগ নষ্ট করে হতাশ করেছেন। ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে নক আউট পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখলেও কাজটা কঠিন। কোচ আন্তনিও লোপেজ হাবাস ওমানে খারাপ খেলার জন্য ক্লান্তিকে দায়ী করেছেন। পাশাপাশি ৩ নভেম্বর ঘরের মাঠে আল সিবের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন স্প্যানিশ কোচ। হাবাস বলেছেন, আমরা ভাল খেলতে পারিনি। ফুটবলাররা ক্লান্ত ছিল। ঘরের মাঠে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। আমরা এর থেকে ভাল খেলতে পারি।

পিছিয়েও দুরন্ত ভারত হারাল ত্রিনিদাদকে

বাকু, ২৮ অক্টোবর : শক্তিশালী ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর বিপক্ষে জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়য়ে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল দল। তবে দিনের শুরুতে প্রথম ম্যাচে হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হারতে হয় সৌম্যজিৎ সরকারদের। চলতি বিশ্বকাপে এই মুহূর্তে টিয়ার সি-তে খেলছে বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের ছেলেরা। প্রথমার্ধে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ব্লু কোল্টস। ভারতের হয়ে জোড়া গোল করে ভিক্টর লালরওয়াম্পুইয়া (২৩ ও ২৫ মিনিট) এবং জয়সূচক গোলটি করে লালরেমরুয়াতেফেলা (২৯ মিনিট)। বিশ্বকাপে পাঁচ গোল করে ফেলল সে। এই জয়ের ফলে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। যারা নামিবিয়াকে টিয়ার সি-র ৬-২ গোলে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছে। এদিন প্রথমার্ধের শুরু থেকেই ভারত আক্রমণাত্মক মেজাজে খেললেও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোল পায়নি। উল্টে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু বিরতির পর মাঠে নেমে সম্পূর্ণ আলাদা ফুটবল উপহার দেয় ভারতের ছেলেরা। তিনটি গোল করে দাপটের সঙ্গে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। দিনের শুরুতে হন্ডুরাসের কাছে ১-২ গোলে হেরে যায় বিবিয়ানোর দল।

শহরে আসছেন মাইকন

মাইকন প্রতিবেদন : ব্রাজিল ও ইন্টার মিলানের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ডগলাস মাইকন ১৪ নভেম্বর আসছেন কলকাতায়। দু'বার বিশ্বকাপ খেলা এবং ইন্টার মিলানের ঐতিহাসিক ট্রিমুকুট জয়ের অন্যতম কারিগর একটি বেসরকারি সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে কাজ করবেন ভারতে প্রতিভাবান ফুটবলারদের তুলে আনার লক্ষ্যে। দু'দিন শহরে থাকবেন।

জাগোবাংলা
মাঠে ময়দানে
29 October, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
২৯ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতের কাজল ধোচাক ও নীলাম সিরোহি

বায়ার্নে সম্মানিত হ্যারি

বায়ার্নে হ্যারিকে গার্ড অব অনার সতীর্থদের।

মিউনিখ, ২৮ অক্টোবর : ঐতিহাসিক ব্যালন ডি'অর জয়ের পর জার্মানিতে ফিরে বায়ার্ন মিউনিখে রাজকীয় সংবর্ধনা পেয়েছেন হ্যারি কেন। জার্মান ক্লাবটি দীর্ঘ ৪৫ বছর পর কোনও ব্যালন ডি'অর জয়ী পেল। একইসঙ্গে ১৯৯৬ সালের পর জার্মানির কোনও ক্লাবের হয়ে খেলা ফুটবলারের ব্যালন জয়ের এটিই প্রথম ঘটনা।

লন্ডন থেকে মিউনিখে ফিরে বায়ার্নের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার পর সতীর্থ, ক্লাবের কর্মকর্তা, কর্মী ও সমর্থকেরা করতালির মাধ্যমে হ্যারি কেনকে বরণ করে নেন। অনুশীলনের জন্য মাঠে যাওয়ার পথে এবং প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে পৌঁছনোর পর ব্যালন জয়ীকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া হয়। হ্যারি যখন প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে আসেন, সতীর্থ ও ক্লাব কর্মী, সমর্থক, সতীর্থ, সাপোর্ট স্টাফেরা সমস্বরে 'হ্যারি, হ্যারি' চিৎকার করে স্বাগত জানান। এরপরই তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

অ্যালিয়াঞ্জ এরিনাতে হ্যারিকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান কাপে ম্যাগডেবুর্গের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সমর্থকদের সামনে ব্যালন ডি'অর ট্রফি নিয়ে হাজির হবেন হ্যারি। শনিবার বুন্দেশলিগার ম্যাচেও ইংল্যান্ডের অধিনায়ককে সম্মান জানানো হবে।

বায়ার্নের ইতিহাসে ব্যালন জয়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। হ্যারি কেনের আগে ক্লাবটির হয়ে এই পুরস্কার জিতেছেন গার্ড মুলার, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও কার্ল হেঞ্জ রুমেনিগে। তাঁদের পাশে এবার নিজের নাম লিখিয়েছেন ইংলিশ অধিনায়ক। ইনস্টাগ্রামে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে হ্যারি লিখেছেন, কোথা থেকে শুরু করব? এটি এমন একটি সন্ধ্যা ছিল যা আমি কখনও ভুলব না। আমার কেরিয়ারে সব কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, সমর্থকদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

নিজেদের তারকাকে নিয়ে বায়ার্নের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ক্রিস্টফ ফ্রয়েড বলেছেন, হ্যারি কেনের পারফরম্যান্সে আমরা সকলেই আনন্দিত। সে কেবল অসাধারণ একজন ফুটবলার নয়, মাঠের বাইরেও এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ।

লিগ কাপে অবাক হার আর্সেনালের

জয়ের উচ্ছ্বাস ফ্রিটউডের।

ফ্রিটউড, ২৮ অক্টোবর : কারাবাও কাপে অঘটন। ইংল্যান্ডের চতুর্থ ডিভিশনের দল ফ্রিটউড টাউনের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে ৫-৩ ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল আর্সেনাল। ক্লাবের ইতিহাসে লজ্জার হার প্রিমিয়ার লিগ জয়ীদের।

ফ্রিটউডের মাঠে হাইরেরি স্টেডিয়ামে ছিল ম্যাচ। ২১ মিনিটে ফরোয়ার্ড অ্যারন লুপালের গোলে এগিয়ে যায় ফ্রিটউড। ৫০ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরান ভিক্টর ইয়োকেরেস। ৮৬ মিনিটে দশজনে হয়ে যায় আর্সেনাল। প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখেন আর্সেনালের উদীয়মান তারকা ম্যাক্স ডাউম্যান। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ থাকায় খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুট আউটে।

খেলার শেষ লগ্নে আর্সেনালকে হতাশ করে দু'টি অনবদ্য সেভ করেন ফ্রিটউডের গোলকিপার জে লিঞ্চ। টাইব্রেকারে ফের সেই লিঞ্চ ব্রুনো গুইমারেসের শট আটকে দেন। ফ্রিটউডের কনর হহি জয়সূচক গোলটি করেন। এই প্রথমবার ফ্রিটউড এই প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল। ইংল্যান্ডের এই ক্লাবটি তারকা স্ট্রাইকার জেমি ভার্ডির উত্থানের কারণেই পরিচিত। প্রিমিয়ার লিগে রবিবারের লিভারপুল ম্যাচকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে এদিন প্রথম একাদশে একসঙ্গে নটি পরিবর্তন করেন আর্সেনালের কোচ মিকেল আর্তেতা। তাঁর এই সিদ্ধান্তেরই মাশুল দিতে হল দলকে। যা নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন আর্তেতা। ম্যাচ হেরে তিনি বলেন, আমাদের জন্য খুবই হতাশার দিন। এত সুযোগ নষ্ট করলে হারতে হবেই।

অচেনা চিনকে সমীহ ভারতের

জলন্ধর, ২৮ অক্টোবর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশকে ১৩ গোল দিয়ে অভিযান শুরুর পর বৃহস্পতিবার জলন্ধরে রাউন্ড রবিন লিগের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। প্রতিপক্ষ চিন। সিনিয়র দল নিয়ে আসেনি চিনা দলটি। এশিয়ান গেমসে ব্যর্থতার পর একঝাঁক তরুণ খেলোয়াড়কে নিয়ে দল গড়েছে তারা। অচেনা এই চিনকে নিয়ে তাই সতর্ক ভারতের কোচ ক্রেগ ফুলটন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করা মনদীপ সিংকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ। মনদীপ নিজে অবসরের কথা ভাবছেনই না। বরং ২০২৮ অলিম্পিক পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে চান। জারমনপ্রীত সিংয়েরও একই লক্ষ্য। তবে অমিত রোহিদাস এবং নীলকান্ত শর্মার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। ভারতের কোচ ফুলটন বলেছেন, মনদীপ খুব ভাল খেলেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। মাঠে বেশ ক্ষীপ্র। প্রচুর দৌড়েছে। গোটা দলই ভাল খেলেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে আরও উন্নতি করতে হবে। চিনের দলটি আমাদের কাছে অচেনা। সম্পূর্ণ নতুন দল নিয়ে এসেছে। এদের কাউকেই আমরা আগে খেলতে দেখিনি। ওদের প্রথম ম্যাচের ভিডিও দেখে আমাদের ধারণা পেতে হবে।

নজরে হরমনপ্রীত।

প্যারা অ্যাথলিট নীরজ আত্মঘাতী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : এশিয়ান প্যারা গেমসে সোনাজয়ী ভারতের নীরজ যাদব আত্মহত্যা করেছেন। নিজের বাড়িতেই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার দিল্লির একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুর ময়নাতদন্ত হয়। দেশের অন্যতম সফল এই প্যারা অ্যাথলিট ২০১৮ সালে জাকার্তায় প্যারা এশিয়ান গেমসে তিনটি সোনা জিতেছিলেন। জ্যাভলিন ও ডিসকাস থ্রো— দু'টি ইভেন্টেই সোনা পেয়েছিলেন নীরজ। ভারতীয় প্যারা অ্যাথলেটিক্স দলের প্রধান কোচ এস সত্যনারায়ণ এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, নীরজ আত্মহত্যা করেছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ৪২ বছর বয়সি নীরজ এফ৫৫ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। ডোপিং সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার জেরে চলতি মাসের শুরুতে আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান প্যারা গেমসে অংশ নিতে না পেরে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নীরজের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। সত্যনারায়ণ আরও বলেছেন, আমি নির্দিষ্ট কারণ এখনও জানতে পারিনি। তবে একজন ক্রীড়াবিদের উচিত উত্থান-পতনকে মেনে নেওয়া। অত্যন্ত দুঃখজনক এত অল্প বয়সে চরম পথ বেছে নিল।

প্রথম গোল মুসোলিনির প্রপৌত্র রোমানোর

রেগিও এমিলিয়া, ২৮ অক্টোবর : ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল নাম ইতালির একনায়ক বেনিতো মুসোলিনি। ১০৪ বছর পরে চর্চায় উঠে এলেন আর এক মুসোলিনি। তবে রাজনীতিতে নয়, ফুটবলের দুনিয়ায় নজর কাড়লেন তিনি। ইতালীয় লিগ সিরি আ-তে সাসুওলোর বিরুদ্ধে গোল করে আলোচনায় রোমানো ফ্লোরিয়ানি মুসোলিনি। যিনি বেনিতো মুসোলিনির প্রপৌত্র অর্থাৎ নাতির ছেলে। লাজিওর হয়ে প্রথম গোল রোমানোর। লাজিও জিতল ৬-২ গোলে। ঐতিহাসিক পারিবারিক পরিচয়ের কারণে বরাবর আলোচনায় থাকা রোমানোর কাছে এই গোল তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ম্যাচের ১৬ মিনিটে গোল করেন রোমানো। তাঁর গোলে লাজিও এগিয়ে যায় ৩-১ ব্যবধানে। প্রথমে অফসাইডের পতাকা ওঠায় গোলের উচ্ছ্বাস থমকে গিয়েছিল। পরে ভিডিও রিভিউয়ে গোলের সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় স্বস্তি ফিরে পান তিনি। ইতালির সর্বোচ্চ লিগে এটাই রোমানো মুসোলিনির প্রথম গোল।

ইতালির শীর্ষ লিগে প্রথম গোল পেয়ে রোমানো বলেন, প্রথম গোল করতে পেরে আমি খুবই খুশি। তার চেয়েও খুশি দলের জয়ে। কারণ, এই জয়ে আমরা লিগ শীর্ষে। রোমানোর মা-র পরিবারের সূত্রে তিনি ইতালির প্রাক্তন ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিতো মুসোলিনির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ নেই আজকের মুসোলিনির।

গোলের উচ্ছ্বাস রোমানোর।

টেস্ট ক্রিকেটে ১০০ উইকেট পূর্ণ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো জানসেন

ভাগ মিলখা ভাগের সংলাপ বৈভবের মন্ত্র

ফাঁস করলেন অভিষেক

ওয়েলিংটন, ২৮ অক্টোবর : কিংবদন্তি অ্যাথলিট মিলখা সিংয়ের জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমার সংলাপ থেকেই যেন আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল বৈভব সূর্যবংশী। ব্যাট করার সময় 'ভাগ মিলখা ভাগ' সিনেমার সংলাপ বলে নিজেকে তাতায় ১৫ বছরের বিস্ময় ব্যাটার। ফাঁস করেছেন বৈভবের ওপেনিং সঙ্গী অভিষেক শর্মা। ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামার আগের দিন নেটে অভিষেক শর্মাকে বৈভব বলেছিল, ভাইয়া, খেলুঙ্গা ভি ওয়ায়সে হি। অর্থাৎ দাদা, আমি ওই ভাবেই খেলব। 'ভাগ মিলখা ভাগ' সিনেমার বিখ্যাত সংলাপ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এই কথা বলেছিল বৈভব। পরের দিন মাঠে নেমে কথা রেখেছে ভারতের বিস্ময় প্রতিভা। বৈভব আগ্রাসী ব্যাটিং শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ছাপিয়ে বিধ্বংসী সেঞ্চুরি করেছেন অভিষেক। দু'জনের কথোপকথনের ভিডিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রকাশ করেছে। সেখানে বৈভবের অনুপ্রেরণার কথা জানান অভিষেক। তিনি বলেন, ম্যাচের আগের দিন নেটে বৈভব আমাকে বলেছিল, 'ভাগ মিলখা ভাগ' ছবির সংলাপের মতোই খেলবে। ১৯০-২০০ রান তাড়া করার সময়ে প্রতিপক্ষের প্রধান পেসারের বিরুদ্ধে এমন আগ্রাসী ব্যাটিং দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। প্রথম বলেই ও যেভাবে আক্রমণ করছিল, অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে তা দেখে আমারও উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম দু'টি ম্যাচে ওপেন করা সঞ্জু স্যামসন তৃতীয় ম্যাচে জায়গা ছেড়ে দেওয়ায় বৈভবকে ওপেন করতে পাঠানো হয়েছিল। অভিষেক বলেছেন, সঞ্জু ভাই নিজের চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। দলের সকলের নিঃস্বার্থ মানসিকতার জন্যই কাজটা সহজ হয়ে যায়।

অকল্যান্ডে পৌঁছলেন অভিষেক, বৈভবেরা। বুধবার।

ঈশানকে সরিয়ে শীর্ষে অভিষেক

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : ঈশান কিশানকে সরিয়ে আইসিসি-র টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের তালিকায় ফের শীর্ষস্থানে উঠে এলেন অভিষেক শর্মা। গত মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৮ বলে ১১৩ রানের দুরন্ত ইনিংসের সুবাদে র‍্যাং কিংয়ের একনম্বর স্থান পুনরুদ্ধার করে নিলেন ভারতের এই তরুণ ওপেনার। চোটের কারণে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পারেননি ঈশান। ফলে তিনি তৃতীয়স্থানে নেমে গিয়েছেন। ক্রমতালিকার দুইনম্বর জায়গাটির দখল নিয়েছেন পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সাহিবজাদা ফারহান। চলতি বছরের জুলাইয়ে আয়ারল্যান্ড সিরিজের পর দুর্দান্ত পারফর্ম করে অভিষেকের কাছ থেকে শীর্ষস্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ঈশান। কিউয়ি ওপেনার ফিন অ্যালেন অভিষেকের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, অভিষেক শর্মার মতো কেউ যখন ছন্দে থাকে তখন তাকে থামানোটা বেশ কঠিন। ব্যাপারটা সেইরকমই ছিল, এখন আমাদের পরবর্তী ম্যাচের দিকে ফোকাস করতে হবে।

রউফকে শাস্তি

লাহোর, ২৮ অক্টোবর : আইসিসি-র আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে শাস্তি পেলেন পাকিস্তানের তারকা পেসার হারিস রউফ। গত ২৫ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ চলাকালীন শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে তাঁর ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এবং তাঁকে তিরস্কারও করা হয়েছে। আইসিসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রউফ আইসিসি কোড অফ কন্ডাক্টের ধারা ২.২ লঙ্ঘন করেছেন। পাশাপাশি, তাঁর ডিসিপ্লিনারি রেকর্ডে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করা হয়েছে। এর ফলে ২৪ মাসের মধ্যে এটি রউফের তৃতীয় অপরাধ হওয়ায় মোট ডিমেরিট পয়েন্টের সংখ্যা দাঁড়াল ৫। পাকিস্তান ব্যাট করার সময় ম্যাচের ৪৬তম ওভারের শেষ বলের সময় আচরণবিধি ভঙ্গের এই ঘটনা ঘটে। নন-স্ট্রাইকিং প্রান্তে থাকা হারিস রউফ ওয়াইডের জন্য আবেদন করেন এবং ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আম্পায়ারের সতর্কতা সত্ত্বেও রউফ তাঁর ব্যাট উঁচু করে তুলে তর্ক চালিয়ে যান।

কামব্যাকের জন্য শুধু খেলিনি : ভুবি

ওয়েলিংটন, ২৮ অক্টোবর : চার বছরেরও বেশি সময় পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। ২০২২ সালের পর ফের ভারতের জার্সিতে খেলছেন তিনি। তবে দীর্ঘ সময় দল থেকে বাইরে থাকার সময়টাকে খুব একটা কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়নি ভুবির কাছে। তিনি বলেন, ভারতের হয়ে খেলা সবসময়ই আমার কাছে একটা স্বপ্ন এবং দলে ফিরতে পেরে আমি ভীষণই খুশি। তবে আমি কখনও কামব্যাকের পেছনে ছুটিনি। আর সেই কারণেই এতদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকাটা আমার কাছে কঠিন মনে হয়নি। আমি সবসময় একটা করে টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে এগোচ্ছিলাম, আর ফিটনেসে বেশি মনোযোগ দিচ্ছিলাম। আমার মাথায় কখনও এই ভাবনাটা আসেনি যে জাতীয় দলে কামব্যাক করার জন্যই আমাকে খেলা চালিয়ে যেতে হবে। ভুবি আরও জানান, এই ধরনের শান্ত থাকার মানসিকতা আমার কাজটা অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিল। আর এই জায়গায় পৌঁছানোর সমস্ত কৃতিত্ব আইপিএলের শেষ দুটি মরশুমের। পাশাপাশি পরবর্তী লক্ষ্যও ঠিক করে ফেলেছেন ভুবি। নিজেকে ম্যাচ ফিট রাখতে বিজয় হাজারে ও সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন অভিজ্ঞ পেসার। এছাড়া নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে অভিষেক শর্মার দুরন্ত ব্যাটিংয়েরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ভুবনেশ্বর। বুধবার সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে অকল্যান্ড পৌঁছেছে ভারতীয় দল। শুক্রবার ইডেন পার্কে ম্যাচ।

বৈষ্ণবীর দাপটে ৩-০

ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর : প্রত্যাশা মতোই অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল জিম্বাবোয়েকে ফের একবার হোয়াইটওয়াশ করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। একদিনের সিরিজও ৩-০ ব্যবধানে জিতলো স্মৃতি মান্ধনারা। বুধবার শেষ ম্যাচে ৮ উইকেটে জয় পেল তারা। এদিন কিতাস্বিতে বল হাতে আবারও দাপট দেখালেন বৈষ্ণবী শর্মা। পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপ একাই গুড়িয়ে দেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। তাঁর দুরন্ত বোলিংয়ের জন্যই মাত্র ১৩১ রানেই গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ে। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবোয়ে। কিন্তু বৈষ্ণবীর দুর্দান্ত বোলিংয়ের মুখে শুরু থেকেই ধস্তাধস্তি করতে দেখা যায় তাদের ব্যাটিং লাইনআপকে। মোডেস্টার মুপাচিকভা (৩৭) এবং জোসেফাইন এনকোমো (৩৫) রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। ভারতের হয়ে বৈষ্ণবী ৫টি ছাড়াও সায়ালি সতঘারে এবং ক্রান্তি গৌড় প্রত্যেকে ২টি করে উইকেট তুলে নেন।

১৩২ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করতে শুরু করেন দুই ভারতীয় ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল। দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে ৫৬ বলে অপরাজিত ৫৯ রান করেন তিনি। যার মধ্যে ছিল ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা। অন্যদিকে, শেফালি ভার্মা মাত্র ২৬ বলে ৫১ রানের এক ঝড়ো ইনিংস ১৭ ওভারের মধ্যেই দলের জয় নিশ্চিত করেন। বল হাতে ৩৯ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন বৈষ্ণবী। আর তিন ম্যাচে মোট ২২০ রান করে সিরিজের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন প্রতীকা রাওয়াল।

পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর বৈষ্ণবীর সেলিব্রেশন।

ছিটকে গেলেন প্রসিধ, দলে নবি

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একদিনের সিরিজের দলে নেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পুরোপুরি সেরে না ওঠায় কিউয়ি সফর থেকে আপাতত বাদ পড়েছেন এই ভারতীয় পেসার। পরিবর্ত হিসেবে দলে যোগ দিচ্ছেন আকিব নবি। ভারতীয় 'এ' দলের জার্সি গায়ে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে নজর কেড়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের এই বোলার। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে যে, আগামী ১ ও ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে প্রসিধের ম্যাচ সিমুলেশন ও ফিটনেস পরীক্ষা হবে। তারপরই তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচকরা। ফলে আগামী ৪ নভেম্বর প্রথম ম্যাচে প্রসিধকে পাবে না ভারতীয় শিবির। তবে ফিট হলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ম্যাচেও টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি নেবে কিনা সেই বিষয়ে ও যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচগুলিতে উত্তরপ্রদেশের এই পেসারের সার্ভিস ভীষণভাবে প্রয়োজন ভারতের। তাই এখনই হয়তো প্রসিধকে খেলিয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে নাও চাইতে পারে নির্বাচকমণ্ডলী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একদিনের সিরিজে চোট পেয়েছিলেন এই ফাস্ট বোলার।